চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 4 March, 2020 ■ আগরতলা, ৪ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ২০ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তেসরা মার্চ রাজ্যে পালাবদলের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি

বিজেপির মুক্তি দিবস সিপিএমের কালো দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। ত্রিপুরায় পালা বদলের দুই বছর পূর্তিতে আজ মুক্তি দিবস পালন করছে বিজেপি। বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের সমস্ত মন্ডলে ওই দিবসটি পালন করা হচ্ছে। অন্যদিকে, সিপিএমের তরফ থেকে আজকের দিনটিকে তথা ৩রা মার্চকে ত্রিপুরায় কালো দিন বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।

মুক্তি দিবস উপলক্ষে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা বলেন, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয়, উন্নয়নকে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে চাইছে বিজেপি।

এদিন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি বলেন, টানা ২৫ বছর এবং তার আগে ১০ বছর মোট ৩৫ বছরের অপশাসনের হাত থেকে ত্রিপুরা ২০১৮ সালে আজকের দিনে মুক্তি পেয়েছিল। তাই আজকের দিনে আমরা মুক্তি দিবস পালন করছি। তিনি জানান, আজ সমস্ত মন্ডলে মিছিল এবং জামায়েত হবে। সেখানে দীর্ঘ বাম শাসনের ইতিহাস তুলে ধরা হবে।

তাঁর কথায়, আমাদের সদা খেয়াল রাখতে হবে সেই অপশাসনের দিনে আবারও যেন আমাদের ফিরতে না হয়। তাঁর দাবি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করব। তিনি বলেন, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে চাইছি না। বরং, উন্নয়নকে পাথেয় করে আমরা এগিয়ে যেতে চাইছি।

মুক্তি দিবস উপলক্ষে বিজেপির র‍্যালী আগরতলায় (বাঁয়ে) এবং ৩রা মার্চ ত্রিপুরায় কালো দিন বলে কটাক্ষ সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশের (ডানে)। ছবি নিজস্ব।

এদিকে, ত্রিপুরায় পালা বদলের দুই বছর পূর্তিতে ৩ মার্চ দিনটিকে কালো দিন বলে কটাক্ষ করেছেন সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ। তাঁর কথায়, এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ২০১৮ সালের ৩ মার্চ নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছিল। মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিজেপি-আইপিএফটি জোট ক্ষমতায় এসেছিল। আজ মানুষ তা অনুভব করতে পারছেন।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাকে যে কোনভাবে দখলের জন্য আরএসএস-বিজেপি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগোষ্ঠী, অমিত শাহের নেতৃত্বে বিজেপি এবং মোহন ভাগবতের নেতৃত্বে আরএসএস নির্বাচনে জয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আরও দাবি, ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রচুর অর্থ শক্তি ব্যবহার করেছে। শুধু তাই নয়, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অসংখ্য জুমলা দিয়েছে। গৌতম দাশ বলেন, বেকারদের চাকুরী এবং সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু এখন একটাও প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে না বিজেপি জোট সরকার।

এদিন গৌতমবাবু নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে বলেন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে অস্বাভাবিক করে তোলা হয়েছিল। কমিশন নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেনি। কারণ, কমিশনের কাছে নালিশ জানিয়ে কোন প্রতিকার পাইনি। তাই, ভোটের ফলাফল শুধু রাজ্য নয়, দেশের মানুষের প্রত্যাশার সাথে মিলেনি। আজ তিনি অভিযোগ করেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএএ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় জানাল বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.)।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) একান্ত ভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, তাতে অন্য কোনও বিদেশি পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার।

মঙ্গলবার রবীশ কুমার জানিয়েছেন যে সোমবার জেনিভায় ভারতের স্থায়ী মিশনের তরফে দাবি করা হয়েছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকারের হাইকমিশনার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রসঙ্গে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে হস্তক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছে। এই বিষয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে রবীশ কুমার জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারতীয় সংসদের সার্বভৌম অধিকার রয়েছে এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার। ভারতের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার বিদেশি পক্ষের নেই। আইনের বলে বলিয়ান হয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম রয়েছে ভারতে। দেশের স্বাধীন বিচারব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে দেশবাসীর। রবীশ কুমার আশা প্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থানই শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানে ধর্মের কারণে নিপীড়িত হয়ে আসা অমুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘুরা ভারতে এলে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

বিরোধীদের হই হট্টগোলের জেরে মুলতুবি লোকসভা

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.)।। দিল্লির সাম্প্রতিক হিংসা নিয়ে উত্তাল সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা। তার জেরে দিনের মুলতুবি হয়ে গেল অধিবেশনের কাজকর্ম। মঙ্গলবার কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলির সাংসদদের আশ্বস্ত করে অধ্যক্ষ বলেছিলেন যে দিল্লির হিংসায় নিয়ে ১১ মার্চ আলোচনা হবে। কিন্তু বিরোধী দলগুলির সাংসদরা অবিলম্বে আলোচনার দাবি তোলেন।

এদিন দিল্লির হিংসা নিয়ে এদিন অধিবেশন কক্ষের ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজপার্টির সাংসদেরা।এদিন লোকসভায় দি ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন (অ্যামেডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০২০ পেশ করতে যাচ্ছিল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মালা সীতারমণ। সেই সময়ে ওয়েলে নেমে ট্রেজারি বেঞ্চের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরি। তাঁকে ফের বিরোধী বেঞ্চের দিকে নিয়ে যান আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ।

এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সর্বদলীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে সাংসদ বিক্ষোভ দেখানোর নামে আসন ছেড়ে উঠবে তাকে পরবর্তী অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করা হবে।এদিন লোকসভায় সেক্রেটারিয়েটের কাগজ ছিনিয়ে নেন কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ। এর জেরে ওই কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। লোকসভায় কাগজ ছিড়ে গোলা পাকিয়ে অধ্যক্ষের দিকে ছুড়ে মারেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

পূর্ত ঘোটালা ঃ যশপালের জামিনের আবেদনের পরবর্তী শুনানি ১২ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। পূর্ত ঘোটালায় ধৃত প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংহের জামিনের আবেদনের আজ ফের ত্রিপুরা হাইকোর্টে শুনানি হয়েছে। আগামী ১২ মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন বিচারপতি অরিন্দম লোধ।

এ বিষয়ে পিপি রতন দত্ত বলেন, রাজ্যে সর্ববৃহৎ আর্থিক ঘোটালায় প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংহ এখন জেল হেফাজতে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ ও তথ্য সংগ্রহ করতে পেড়েছেন তদন্তকারী অফিসাররা। তিনি বলেন, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে ওয়াই পি সিংহের জামিনের আবেদনের শুনানি হয়েছে।

রতন দত্ত বলেন, ওয়াই পি সিংহের স্ত্রী অর্চনা সিংহ সিআরপিসি-র ৪৩৯ ধারার অন্তর্গত তাঁর স্বামীর জামিনের আবেদন করেন। আজ বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে ওই জামিনের আবেদনের শুনানি হয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ওই আবেদনের শুনানি হয়েছিল। তখন আদালত কেস ডায়েরি চেয়েছিল। আজ ফের আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে আগামী ১২ মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ ।। নতুন আইন সচিব নিযুক্ত হলেন সিপাহীজলা জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক বিশ্বজিৎ পালিত। আজ রাজ্য সরকার আইনসচিব পদে তাঁর নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

রাজ্যের ৮টি রাস্তাকে জাতীয় সড়কে উন্নীত, সংসদে সরব সাংসদ প্রতিমা

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.) : ত্রিপুরায় আটটি রাস্তাকে জাতীয় সড়কে উন্নীত করার জন্য আজ মঙ্গলবার সংসদে অধ্যক্ষের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ভূতল সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

এ-বিষয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, সংসদের ৩৭৭ নম্বর কার্যবিধির অন্তর্গত ত্রিপুরায় আটটি সড়ককে মহাসড়কে উন্নীত করার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলাম। তাঁর কথায়, ২০১৭ সাল থেকে ত্রিপুরা সরকার আটটি সড়ককে জাতীয় সড়কে উন্নীত করার আবেদন জানাচ্ছে। কিন্তু, ওই আবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক থেকে এখন পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

প্রতিমা ভৌমিক জানিয়েছেন, ওই আটটি রাস্তাকে জাতীয় সড়কে উন্নীত করার জন্য কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নীতিন গডকড়িকেও তিনি চিঠি দিয়েছেন। ওই চিঠিতে রাস্তাগুলির সম্পূর্ণ বিবরণী উল্লেখ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু, প্রথম দিন শান্তিতেই, অনুপস্থিত ১২৮৮ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা আজ মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। মোট পরীক্ষা দিয়েছেন ৪৪,৬৬৫ জন ছাত্রছাত্রী। অনুপস্থিত ছিলেন ১,২৮৮ জন ছাত্রছাত্রী। আজ মাধ্যমিক (নতুন সিলেবাস) ইংরেজি, মাধ্যমিক (পুরাতন সিলেবাস) বাংলা / ইংরেজি / হিন্দি / ককবরক/ মিজো, মাদ্রাসা আলিম (নতুন সিলেবাস) ইংরেজি, মাদ্রাসা আলিম (পুরাতন সিলেবাস) বাংলা বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের মোট ৭৭টি (উপকেন্দ্র-সহ ১৮৬টি) মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের সবকয়টি পরীক্ষাকেন্দ্রের পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল।

আজকের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য কোনও পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করার সংবাদ পাওয়া যায়নি। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা জানিয়েছেন, আজ নতুন সিলেবাসের ইংরেজি ও পুরনো সিলেবাসের বাংলা, হিন্দি, ককবরক, মিজো পরীক্ষায় ৪৫,৯৫৩ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। তার মধ্যে ছাত্র ২১,৫১৭ জন ও ছাত্রী ২৪,৪৩৬ জন। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ৪৪,৬৬৫ পরীক্ষার্থী। তার মধ্যে ছাত্র ২০,৯৩০ জন ও ছাত্রী ২৩,৭৩৫ জন। অনুপস্থিতির সংখ্যা ছাত্র ৫৮১ জন ও ছাত্রী ৭০৭ জন। তাঁর দাবি, আজ ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ছিল ৯৭.২০।

এদিকে, আজকের পরীক্ষায় পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, কামিনী কুমার সিংহ মেমোরিয়াল, মহারাণী তুলসীবতী উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, প্রাচ্যভারতী উচ্চ মাধ্যমিক, বোধজং উচ্চ মাধ্যমিক, বোধজং উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।

পর্ষদের ওএসডি ইন্দ্রজিৎ দাস ও জ্যোতির্ময় রায় ঈশানপুর পরীক্ষাকেন্দ্র ও তার অন্তর্গত আখালিয়াছড়া উপকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। প্রতিটি জেলার ডিইও-দের নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষ পর্যবেক্ষক দল প্রতিটি জেলার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেছেন। রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের কয়েকটি পরিদর্শন টিমও কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেছে। আগামী ৫ মার্চ উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা / হিন্দি / ককবরক / মিজো, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস বাংলা, মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি বাংলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

কলেজ পড়ুয়া ১৪,৬০৮ জনকে স্মার্ট ফোন দেবে রাজ্য সরকার, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। রাজ্যে কলেজের অন্তিম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের স্মার্ট ফোন দেবে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন দিয়েছে। তাতে, মোট ২২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ সহ ৩৮ কলেজের ১৪,৬০৮ জন ছাত্রছাত্রীকে স্মার্ট ফোন দেওয়া হবে। এর জন্য রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার ঘোষণা দেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। স্বাভাবিকভাবেই, ত্রিপুরায় পালা বদলের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তিতে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের এই ঘোষনা আরও একটি উপহার বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য, এই ঘোষণা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের উপলক্ষ বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

আজ শিক্ষা মন্ত্রী বলেন,

২০২০-২১ অর্থ বছরে কলেজের অন্তিম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের স্মার্ট ফোন দেওয়ার সিদ্ধান্ত ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে মোট ২২টি ডিগ্রি কলেজ সহ ৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৪,৬০৮ জন ছাত্রছাত্রীকে ওই স্মার্ট ফোন দেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে আবেদন জানাতে হবে।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ২৫ বছর বয়সের ছাত্রছাত্রীরাই ওই যোজনায় সুযোগ নিতে পারবেন। সে-ক্ষেত্রে স্মার্ট ফোন কিনে সমস্ত কাগজপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওই ছাত্রের ব্যাঙ্ক একাউন্টে টাকা পাঠানো হবে। তিনি বলেন, স্মার্ট ফোন কেনার জন্য একজন ছাত্র সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা দাবি করতে পারবেন। তাঁর বক্তব্য, প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বরাদ্দ ৫০০০ টাকা হিসেবে মোট ৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার সরকারের ওই যোজনায় খরচ হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ছাত্রছাত্রীদের প্রযুক্তির প্রতি আরও আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ওই যোজনা আনা হয়েছে। তিনি বলেন, আপাতত ৩৮টি কলেজের চিহ্নিত ছাত্রছাত্রীদের ওই যোজনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫৪ জন অস্নাতক শিক্ষকের অফার বিলি করল দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। রাজ্যে পালা বদলের দু বছর পূর্তিতে বেকারদের জন্য উপহারের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। নির্বাচনে জয়ের বর্ষপূর্তিতে অস্নাতক স্তরে ৫৪ জন শিক্ষক নিয়োগে অফার ছেড়েছে ত্রিপুরার শিক্ষা দফতর। তাঁদের ৬ মার্চ থেকে ১২ মার্চের মধ্যে কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী তাঁরা প্রতিমাসে ১৬,০৫০ টাকা স্থির বেতন পাবেন।

অস্নাতক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। টেট উত্তীর্ণ হয়ে প্রচুর চাকরি প্রত্যাশী অপেক্ষায় রয়েছেন। অবশেষে মঙ্গলবার শিক্ষা দফতর অস্নাতক শিক্ষক নিয়োগে অফার ছেড়েছে। তাতে, ঊনকোটি, ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতি, সিপাহিজলা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

শিক্ষা দফতরের নির্দেশিকা মোতাবেক, ঊনকোটি জেলায় সবচেয়ে বেশি অস্নাতক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ওই জেলায় ১৭ জন অস্নাতক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, ধলাই জেলায় ৯ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৩ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১০ জন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ মার্চ।। রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হল ৪৫ বছর বয়সী এক শ্রমিকের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা মেলাপাথর এলাকায় রেল ক্রসিংয়ে সোমবার মধ্যরাতে। মৃত শ্রমিকের নাম ষষ্ঠী বিশ্বাস। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন মদ্যপ অবস্থায় সে বাড়ি ফিরে। অন্যান্য দিনের মতো সোমবার সন্ধ্যায় আকন্ঠ মদ্যপান করে। রেল ক্রসিং দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রেলের ইঞ্জিনের চাকায় কাটা পড়ে সে। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় জনগণ মৃতদেহটি দেখতে পায়। তারপর পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

বিয়ের দেড় মাসেই গৃহবধূর আত্মহত্যা খেজুরবাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এনসিসি থানা এলাকার খেজুরবাগানে বিয়ের দেড়মাসের মাথায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক গৃহবধূ। গৃহবধূর নাম শান্তনা গৌড় গোয়ালা। স্বামীর নাম নারায়ন গোয়ালা। পেশায় গাড়ির সহ চালক।

অন্যান্য দিনের মতো আজও সকালে গাড়িতে যাবার জন্য বাড়ি থেকে চলে যায় স্বামী। তারা যৌথ পরিবারে থাকতো। নারায়নের বড় ভাই দীপক গোয়ালা বেলা পৌনে দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়। এরই ফাঁকে গৃহবধূটি বসতঘরে ফাঁসীতে আত্মহত্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ মার্চ।। অভাবের তাড়নায় একমাসের পুত্রসন্তান বিক্রির ঘটনায় কৈলাসহর তথা রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। বিরোধী দলগুলোর এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ইতিমধ্যে ময়দানে নেমে গেছে। অপরদিকে শাসকদল ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে কাল ঘাম ছোটাচ্ছে। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও এই ঘটনাকে সাজানো বাড়িবাড়ি বলেও প্রচার চালানো হচ্ছে।

সামনেই রাজ্যের এডিসি নির্বাচন। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও রাজ্যের শাসক থেকে বিরোধী প্রত্যেকেই এডিসি দখলের লক্ষ্যে দিনরাত এক করে প্রচার শুরু করে দিয়েছে। নির্বাচনের মুহুর্তে এই সন্তান বিক্রির ঘটনা নির্বাচনি প্রচার এর প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে বিরোধী দলগুলি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে গৌরনগর ব্লকের অধীন উনকোটি এডিসি ভিলেজ এর ৪ নং ওয়ার্ড ধাতুছড়া এলাকার স্বপন বাল্মিকী দাসের বাড়িতে।

আজ এলাকায় ছুটে যায় উনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীবজিত সিনহা, প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য সহ অন্যান্যরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে হতদরিদ্র স্বপন বাল্মিকী দাস উনার স্ত্রীর সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলে তাদের প্রয়োজনীয় সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি অভিযোগ করেন এটা রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। হতদরিদ্র এই স্বপন বাল্মিকী দাস নিরুপায় হয়ে এক মাসের পুত্রসন্তান অন্যের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। বাঁচার জন্য নূন্যতম যা কিছু প্রয়োজন তার কিছুই নেই। সরকারি সাহায্য বলতে কিছুই পায়নি এই স্বপন। একটি বাঁশের কাঁচাঘর থাকলেও তার চাল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত।

স্বপন বাল্মিকী দাস এর সথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর কংগ্রেস নেতৃত্ব জেলাশাসকের নিকট এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবি নিয়ে দেখা করতে যান যদিও জেলাশাসক অনুপস্থিত থাকার কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর এর সাথে দেখা করে অতি দ্রুত সরকারি সাহায্যের দাবি জানান। এখন দেখার বিষয় এ বিষয়ে সরকার ও প্রশাসন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যদি স্বপন বাল্মিকীকে সরকারী ভাবে কোন সহায়তা না করা হয় তাহলে কংগ্রেস জেলা শাসকের অফিসে ধর্ণা দেবে।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈশ।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৪৫ ▫ ৪ মার্চ ২০২০ ইং ▫ ২০ ফাল্গুন ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অভাবের তাড়না

অভাব সেই আদিকাল হইতে মানব সভ্যতার সঙ্গী। অভাব নানা রকমের। খাদ্যের অভাব, কাজের অভাব, বুদ্ধির অভাব। অভাবের শেষ নাই। প্রতিনিয়ত মানুষকে অভাব তাড়া করে। ধনদৌলতে পরিপূর্ণ মানুষ অভাবের তাড়নায় ভোগে। ভোগ বিলাসের দুনিয়াতেও অভাব আছে। আরও চাই আরও লাগে। কিন্তু, রাজ্যের সংবাদপত্রগুলিতে মঙ্গলবার যে অভাবের সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে তাহা যদি সত্যি হয় তাহা হইলে হৃদয় বিদারক। বামফ্রন্ট সরকারের কিংবা কংগ্রেস জোট রাজত্বেও নজীর আছে, কেউ না খাইয়া মরে নাই কিংবা অভাবে কেউ সন্তান বিক্রি করে নাই। অনাহারে মৃত্যু বা অভাবে সন্তান বিক্রির সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িলে সরকার তাহাকে মিথ্যা প্রমাণ না কারিয়া ছাড়িত না। কিন্তু, বিজেপি জোট শাসনে অভাবের তাড়নায় শিশু বিক্রির অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চয় সরকার বক্তব্য রাখিবে। প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে অভাবের তাড়নায় হত দরিদ্র দিন মজুর নিজের এক মাসের পুত্র সন্তানকে পাঁচ হাজার টাকা এবং চারটি শাড়ীর বিনিময়ে বিক্রি করিয়া দিয়াছেন। ঘটনাটি সতেরো দিন পূর্বের কৈলাসহরের ধাতুছড়ায়। কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীন ঊনকোটি এডিসি ভিলেজের ধাতুছড়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা স্বপন বাল্মিকী দাস। স্বপন পেশায় দিনমজুর। গত তেরো জানুয়ারী ধাতুছড়া নিজ বাড়ীতে রাত সাড়ে তিনটায় চতুর্থ সন্তানের জন্ম হইয়াছিল। অভাবের জ্বালায় স্বপন মনস্থির করে যে শিশুটিকে বিক্রি করিয়া দিবে। যেমন কথা তেমন কাজ। নিঃসন্তান দম্পতি স্বপনের নিকট হইতে তাঁহার শিশুপুত্রকে গত চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া নিয়া যায়।

অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির ঘটনা চাপিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। সোমবার কৈলাসহর চাইল্ড লাইন কর্মকর্তাদের নজরে আসে। ত্রিপুরা রাজ্যে চাইল্ড প্রোটেকশন কমিশনের ঊনকোটি জেলার সদস্য বিলকিস জাহানকে সঙ্গে নিয়া স্বপনের বাড়িতে যান। স্বপন সন্তান বিক্রির কথা স্বীকার করেন। চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তা শিশুটিকে উদ্ধার করিয়া ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মেডিকেল পরীক্ষা করান। ত্রিপুরা চাইল্ড প্রোটেকশন কমিশনের ঊনকোটি জেলা কাঁটির সদস্যা বিলকিস বলেন, আর্থক অনটনের কারণে স্বপন তাঁহার নিজ পুত্র সন্তানকে বিক্রি করিয়াছে। চাইল্ড লাইন শিশুটিকে উদ্ধার করিয়া চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিশনের কাছে হস্তান্তর করে। এই ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের বক্তব্য এই নিবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কৈলাসহরের গ্রামে অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চয় রাজ্য সরকার বক্তব্য প্রচার করিবেন। চাইল্ড লাইনের লোকরাই সন্তান যে বিক্রি হইয়াছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াছেন। সত্যিই অভাব কতখানি। রাজ্যের মানুষের জীবনে কি দুর্ভীক্ষ নামিয়া আসিয়াছে? মানুষের রুটিরুজিতে হাত পড়িয়াছে? কাজের অভাব, খাদ্যের অভাবকেই তো দুর্ভীক্ষ বলা যাইতে পারে। ত্রিপুরার মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতায় নিশ্চয় পরিস্থিতি বুঝিতে পারিতেছেন। আজকের সংবাদ মাধ্যমের আধুনিক সুযোগ সুবিধার কারণে নিমেষে মানুষ সব খবর তথ্য পাইয়া যান। এই তথ্য বিস্ফোরণের যুগে খবর গোপন করা কঠিন। তবু, একথা ঠিক, অনেক খবরই চাপা থাকিয়া যায়। কিংবা সত্যি ঘটনা মাটি চাপা দেওয়া হয়। যুগে যুগেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। ক্ষমতার পিছনে অন্ধ হইয়া ছুটা। বিজেপি জোট শাসনে ত্রিপুরায় মানুষ অনেক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হইয়াছেন।

কৈলাসহর গৌরনগর ব্লক এলাকাই শুধু নয়। গোটা রাজ্যেই তো অভাব ভয়ঙ্কর অবস্থায় পৌঁছিতেছে। তাহা হইলে কি ইহাই ধরিয়া নিতে হইবে অভাব রাজ্যের কোনও কোনও এললাকায় প্রকট হইয়াছে। অভাবগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কত? তাহা তো নতুন করিয়া গণনার তাগিদ আনিতেছে। বিক্রি হওয়া সন্তানের পিতা স্বপন জানান তিনি গরীীব, কাজকর্ম নাই। রেগার কাজও পান না। তিনি বিপিএল নন এপিএল। একথা তো সত্যি যে, যুগে যুগেই তেলা মাথায় তেল দেওয়া হইয়াছে। বিত্তশালীরা বিপিএল ভুক্ত অথচ সত্যিকারের অভাবগ্রস্ত মানুষ এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত। ত্রিপুরায় দারিদ্রসীমার নীচে কত শতাংশ মানুষ আছেন তাহার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দরকার। বাম আমলে অনেক গরীব অংশের মানুষ সুবিচার পায় নাই। বঞ্চিত হইয়াছে। এই রাম আমলে তাহাদের বঞ্চনার আগুন নিভে নাই। তবে, একথা ঠিক, বিজেপি জোট সরকার এইসব বঞ্চিত মানুষের সামনে মুক্তির স্বাদ দিতে হয়ত বা ব্যর্থ হইয়াছে। অনেক আশায় রাজ্যের মানুষ বুক বাঁধিয়াছিলেন। ঘরে ঘরে মানুষের মুখে হাসি ফুটিবে। অভাব দারিদ্র কর্মহীনতার করাল গ্রাসে ভুগিবে না। অপার আনন্দ ও নির্ভরতায় মানুষ মেরদন্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এই স্বপ্ন মানুষ এখনও দেখে। স্বপ্ন দেখিযা মানুষ বাঁচিতে চায়। বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের মেল বন্ধন হইবার বাসনায় আকুতি জানায়। কৈলাসহরের বিক্রি হওয়া শিশু সন্তানকে উদ্ধার করা হইয়াছে। দূর্ভাগা শিশুটি এখন হয়ত নতুন করিয়া বাঁচিবার ঠিকানা পাইবে। চাইল্ড লাইনে সেই নিষ্পাপ শিশুর কাছে কি অভাবের পৃথিবীতে নির্দয় অনুভূতি বুঝিতে পারে? না, তাহার কাছে পৃথিবীর অনুভূতিই আলাদা। অভাবের তাড়না মানুষকে কত নির্দয় ও নিষ্ঠুর করিতে পারে তাহার প্রমাণের তো অভাব নাই।

দাদা-বৌদিকে ভোজালির কোপের ঘটনায় ধৃত অভিযুক্ত ভাই

দুর্গাপুর, ৩ মার্চ (হি.স.): কাঁকসার দাদা-বৌদিকে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার ঘটনায় ধরা পড়ল আক্রান্তের ভাই। ধৃতের নাম সৌমেন রুইদাস ওরফে ছোট্টু। সোমবার রাত্রে বিরুডিহা রেলগেট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে দেন।

প্রসঙ্গত,সোমবার সন্ধ্যায় কাঁকসার বিরুডিহায় মদ্যপ ভাইয়ের ভোজালির কোপে আক্রান্ত হয় তার দাদা সুধাময় রুইদাস ও বৌদি মামনি রুইদাস। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুরে এক বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ওদিন রাতেই তার ভাই সৌমেন রুইদাস কে গ্রেফতার করে পুলিশ। সৌমেন পেশায় ট্যাঙ্কার চালক। ওদিন রাতেই তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার তাকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। কি কারণে দাদা বৌদিকে আক্রমণ তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ” ঘটনা ব্যাবহৃত হাতিয়ারটি উদ্ধার হয়েছে। রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।’

পুর নির্বাচনে প্রার্থী দেবে কলকাতার গৃহ মালিক সমিতি

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.) : আগামী পুর নির্বাচনেও কলকাতার গৃহ মালিক সমিতি নিজেদের প্রার্থী দেবে। গত পুরভোটে প্রথমবার প্রার্থী দিয়েছিল এই সমিতি। বুধবার সমিতির তরফে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী হিসাবে শিবপ্রসাদ কবিরাজের নাম চূড়ান্ত করা হয়।

এ বছর পুরভোটে প্রার্থী হতে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে তারা আবেদন করার প্রস্তাব করেছে। কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে উত্তর কলকাতায় অনেকেই পুরনো ভাড়াটিয়াদের অত্যাচারে সংকটে রয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুকুমার রক্ষিত এ খবর জানিয়ে বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন ধরনের আবেদন করি। সেগুলি মান্যতা পায়না। প্রশাসকদের ধারণা ভাড়াটিয়ারা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের স্বার্থ বুঝি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সুকুমারবাবু বলেন, আমরা কলকাতার কিছু জায়গায় পুরভোটে প্রার্থী দাঁড় করাতে চাইছি। যদি প্রার্থী কিছু ভোট টানতে পারে, অনেক সময় হার জিত এর ব্যাপারে সেটা নির্ণায়ক হয়ে উঠবে। যেসব গৃহ মালিক সমিতি প্রার্থী পাবে না, সেই সব জায়গায় ‘নোটা’ ভোট দিতে আবেদন জানানো হবে।

মানবতা রক্ষায় আমরা ব্যর্থ

অপূর্ব দাস

অহিংসা পরম ধর্ম। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অহিংসাতত্ত্ব ওতপ্রোত। মহাত্মা গান্ধিও এই নীতিরই পূজারি। আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাই ভুবনময় হিংসার দাপট। অহরহ ঘটে চলেছে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃত অগণন হিংসা। কোনও হিংসার কারণ আছে, কোনও হিংসা শুধুই অকারণ। পশুজগতে অকারণ হিংসা দেখা যায় না। কিন্তু মনুষ্যসমাজে হরবখত দেখা যায় অকারণ পুলকের মতো অকারণ হিংসা। অকারণ হত্যালীলা। এই যেমন রাজধানী দিল্লিতে ঘটে গেল হিংসার ফুলঝুরি। সেই হিংসার আগুন ধরাল কে? হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কিছু স্বার্থান্বেষ’ ‘মানুষ’। তাদের হাতে ‘মানবতা’ খাক হল। সত্যিই কি তারা মনুষ্য পদবাচ্য হতে পারে। তারা তো হিংস্র পশুরও অধম। অথচ কেউ জানে না কেন এই অকারণ হিংসা এবং কি লাভ হল? নিছক ধর্মভেদে ফের একপ্রস্থ হানাহানি হল। পারস্পরিক অবিশ্বাসও বিদ্বেষের পাল্লাটা আরও ভারী হল মাত্র। একুশ শতকের বুদে হাঁটলেও এখন আমরা মানবতার শত্রু এই দাঙ্গার আগুন নিয়ে খেলা করছি। মানুষ হতে পারিনি।

মরণশীল জগতে আমরা সকলেই জানি বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্যের। তবু কিছু মানুষ অন্যের বাঁচার অধিকার কেড়ে নিতে চায়। কারোরের ক্ষতি না করে নিজের মতো বাঁচার চেষ্টা তো জীবজগতের বৈশিষ্ট্য। খাওয়া পরা থাকার মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্রে প্রতিবাদ জানানো, বাক স্বাধীনতা ও ধর্মের অধিকার বোধের মধ্যে বসত করতে চাওয়াটা কি খুব অন্যায়? অথচ সেই চাওয়াটা অন্যায় ভেবে নিয়ে তথাকথিত এক শ্রেণির ‘লোক’ তাদের উলুখাগাড়া, অবাঞ্চিত মনে করে। ধর্মের ভেদাভেদ রেখা টেনে সমাজে বৈষম্য এনে আখের গোছাতে চায় এই জাতের সুযোগসন্ধীরা। যে দেশের অধিকাংশ মানুষ পেটের জ্বালা নেভাতেই দিনরাত কাবার করে দেয় সেখানে ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদ হানাহানি কার উপকারে লাগে? তবু জাতধর্ণ বিভাজন করেই এক শ্রেণির রাজনীতির কারবারি ভারতের বুকে বিদ্বেষ বিষ চড়িয়ে ভোটবাক্স ভরায়। বিদ্বেষের ভাইরাস বুকের কোটরে জমতে জমতে এখদিন হিংস্র উন্মত্ত ও প্রতিহিংসার আগুন হয়ে আচকমা ছারখার করেদিতে উদ্যত হয় সবকিছু। হাতেনাতে তারই প্রমাণ পাওয়া গেল দিল্লিতে।

আমরা দেখলাম, দেশের সর্বোচ্চা ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলথেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে দুটি সম্প্রদায়ের লোকজন ভ্রাতৃঘাতী হানাহানিতে মেতে উঠল। চারদিন ধরে দু ’পক্ষে চলল ইটযুদ্ধ থেকে অগ্নিসংযোগ, তরোয়াল, ছরি, লাঠি, লোহার রড়, পেট্রোল বোমা ও অগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ। আগুনে পুড়ল বাড়িঘর, মসজিদ, মন্দির দোকানপাট। আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজধানীর দক্ষ পুলিশ বাহিনী থেকে চাবড় রাজনৈতিক নেতা নির্বাক ‘উটমুখো’ হয়ে থাকল অপরিসীম এক উদাসীন উপেক্ষায়। দেশবাসী প্রত্যক্ষ করল প্রায় চার ডজন মানুষের মৃত্যু মিছিল। জখম হল আড়াইশো মানুষ। কেউ চিরতরে হারালেন বাবা, কেউ হারালেন সন্তান বা পরিবারের প্রিয়জন। রাজধানীর বুকে চার-পাঁচ দিনে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে যাদের প্রাণ অকালে ঝরে গেল তারা কিন্তু অধিকাংশ সাতেপাঁচে না থাকার নিরীহ গোবেচারা দলের। কিন্তু নাটের গুরুরা অর্থাৎ নেপথ্যে থেকে যারা উস্কানি দিয়ে হিংসার আগুন জ্বেলেছে সেই মানবরূপী হিংস্র দানবের গায়ে একটুও ছ্যাঁকা লাগাতে পারেনি দাঙ্গার আগুন।

২০২০-র এই দাঙ্গাকে অনেকে মনে করে যে ধর্মীয় লাইনে ভোট বিভাজন করার মতলবে বিজেপি

সাম্প্রদায়িক হিংসার পথে ঠেলে দিয়েছে রাজধানীর একাংশে মানুষকে। পুলিশ থেকেছে নিষ্ক্রয় দর্শক সেজে। তাদের মুখে না-বলা বাণী হল ‘যা তোরা খুনোখুনি করে মর আমার এখটু লড়াই দেখি। দিল্লির পুলিশ কেন্দ্রে অধীনে মন্ত্রী থেকে আমলারা কানে তুলো ও চোখে ঠুলি দিয়ে থেকেছেন। বিরোধী পক্ষের কেউ সরাসরি, কেউ ইঙ্গিতে সরকারের নিস্ক্রিয়তার দিকে আঙুল তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যর্থতা বলে দোষারোপ করেছে। কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধি ‘পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র’ বলে উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইস্তফা দেওয়ার দাবি তুলে ‘মহান’ কর্তব্য পালন করেছেন। উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে শান্তির জল ছিটানোর মতো সময় তাঁর হাতে নেই। সদ্য জিতে আসা আম আদমি পার্টির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও না জানার ভান করে থেকে শেষবেলা পুলিশকে অপদার্থ বলে সেনা নামানোর দাবি তুলে পাশ ফিরে থেকেছনে, পরে সমালোচনার মুখে পেড় উপদ্রুত এলাকা দেখতে যান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার আবেদন করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সর্বদলীয় বৈঠক করে ব্যবস্থা নিয়ে সক্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল দাঙ্গা পীড়িত এলাকায় গিয়ে আশ্বস্ত করেছেন আতঙ্কিতদের। দিল্লর পুলিশ কমিশনারকে বদলি করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে গোয়েন্দা বাহিনীর ব্যর্থতার। প্রশ্ন উঠেছে দাঙ্গা প্রতিরোধে। কড়া দাওয়াই প্রয়োগের বিলম্বতায়। তাই আদালতের বিচারপতি বাধ্য হয়ে মন্তব্য করেন যে আরেকটা ১৯৮৪-র দাঙ্গা হতে দেওয়া যায় না। দিল্লির সেই শিখনিধন দাঙ্গার সঙ্গে এই দাঙ্গার মিল রয়েছে। ইন্দিরা গান্ধি হত্যার বদলা হিসাবে শিক্ষা দিতে একরতফা শিখ নিধন হয়। ৩০০০ শিখের মৃত্যু হয়। বাধা দিতে পুলিশকে দেখা যায়নি। কোনও শিত প্রতিরোধ করার সুযোগ পাননি। কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার সরাসরি মদত ছিল হত্যালীলায়। তখন দূরদর্শন ছাড়া টিভি ছিল না, তিনদিন পরে সংবাদপত্রে খবর বের হয়। সময় পাল্টে গেছে, দাঙ্গার চরিত্র বদলায়নি। এবার শতাধিক টিভি, সোশ্যাল মিডিয়া, সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়েছে ‘হিন্দু-মুসলিমদের সরাসরি দাঙ্গা। সংঘর্ষে উস্কানি ও নেতাদের মদত রয়েছে পুলিশ থাকলেও দর্শকের ভূমিকায় থেকেছে। কেউ আবার গুজরাত দাঙ্গার ছায়া দেখতে পেয়েছে। সেই দাঙ্গার সময় রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মোদি। তাঁর ডান হাত ছিলেন শাহ। গোধরাকাণ্ডে ৬০ জনের মৃত্যুর বদলা নিতে গুজরাত দাঙ্গা বাধে। ১০০০-এর বেশি মৃত্যু হয়। বাবরি মসজিদ ভাঙার পরও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত কিছু গোষ্ঠী সংঘর্ষ বাধে। ভারতে স্বাধীনতার আগে কিংবা পরেও বেশ কয়েক দফায় বিদ্বেষ রেষারেষি, ধর্মীয় বিভেদ থেকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। দাঙ্গা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা ভুক্তভোগী বা চাক্ষুষ যারা করে তারাই হাড়োহাড়ে জানে।

সবাই জানেন, এই হিংসার সলতে পাকানোর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মদত। কেই সক্রিয়ভাবে, কেউ নিষ্ক্রয় নীরব ভূমিকা। তাদের উদ্দেশ্য একটাই ক্ষমতায় থাকতে মানব জমির দখল নেওয়া বা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ধরে রেখে জনমানসে স্থায়ী আসন কায়েম রাখা। এই সময়ে এই হিংসার শিকড় সন্ধানে করলে দেখা যাবে, মানুষের নাগরিকত্ব প্রমাণ নিয়ে দেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্তিত্ব সংকটের প্রশ্ন এসেছে সিএএ, এনআরসিকে কেন্দ্র করে তাদেরকে উসকেচে বিরোধী পক্ষ। অন্য পক্ষে বিজেপি অবৈধ অনুপ্রবেশ সমাস্যার অজুহাত খাড়া করেছে। যার সূচনা হয় উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসমে এবং সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে হয় এনআরসি। তার ফলশ্রুতিতে প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যায় এবং আতঙ্কের কালো মেঘ ঘনায়। মুশকিল আসানে এরপর আসে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ। মুসলিমদের কেন বাদ দেওয়া হবে সিএএ থেকে এনিয়ে রাজনৈতিক ঘোঁট পাকিয়ে ওঠে ভোটবাক্সে ফায়দা তুলতে। শুধু সিএএ নিয়ে রাজনীতি নয়,জাতীয় জনসংখ্যাপঞ্জি নিয়েও জট পাকানোর খেলা শুরু করে রাজনীতির মাতব্বররা। কয়েকটি রাজ্যে মুসলিমদের ভোট কায়েম করার লক্ষ্যে সিএএ বিরোধী প্রতিবাদে ইন্ধন জোগায় বিরোধী পক্ষ। বিজেপিকে বেকায়দায় ফেলতে সংখ্যালঘুদের ক্ষোভের আগুনে কয়েকটি রাজনৈতিক দলকুলোর বাতাস দিতে এগিয়ে আসে। তারা কেউ কেউ ঘৃতাহুতি দেয় উস্কানিমূলক মন্তব্য করে। সিএএ ও এনপিআর বিরোধী প্রস্তাব পাশ করানোর হিড়িক পড়ে অবিজেপি রাজ্যে। মুসলিম মহিলাদের সামনে এনে জানুয়ারিতে বিক্ষোফ শুরু হয় দেশের তিনটি স্থানে। হঠাৎ করে গত ২৩ তারিখ থেকে দিল্লি, মধ্যপ্রদেশে, রাজস্তান, কর্ণাটক সহ কয়েকটি রাজ্যে তিনটি থেকে ২৯০টি জায়গায় ধর্না বেড়ে যায়? বিরোধী পক্ষের পাল্টা জবাবে বিজেপির কয়েকজন নেতা ও মন্ত্রী প্ররোচনামূলক মন্তব্য করেন। পরিস্থিতি জটিল আকার নেয়। প্রশাসনও বোধহয় চাইছিল এবার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। ‘লাগ ভেলকি লাগ’ বলে গত ২৩ তারিখে দিল্লির শাহিনবাগে অবরোধের পাল্টা জনগণ অবরোধ করলে।

পুলিশ হাটিয়ে দেয় জনতাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফরের সময় হাঙ্গামা বাধালে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি পড়বে বলে এই সুযোগটাও কাজে লাগায় অন্য পক্ষ। দাঙ্গার কারণ নিয়ে নানা জনে নানা ব্যাখ্যা দিয়েচে। কেউ বলছে বিজেপির চার নেতার উস্কানি দেওয়া বচন থেকেই সূচনা। কেই বলছে পাল্টা মুসলিম নেতার হুমকি ও জাতীয়তা বিরোধী উক্তি এর কারণ। কেউ বলছে সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ, জনগণের দুর্ভোগ, সরকারের নিস্পৃহতা, পুলিশ ও প্রশাসনের প্রশ্রয়ে অগ্নিগর্ভ আবহে হই ছোড়াছুড়ির ঘটনা থেকেই দাঙ্গার দিকে মোড় নেয়। বহিরাগতরা টার্গেট করে মুসলিম মহল্লা।

এই দাঙ্গার দুটি উদ্দেশ্য হল হিন্দুত্ব লাইনে ভোট সমীকরণ ও মুসলিমদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া। মুসলিম সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে দেওয়া যে এটা হিন্দু রাষ্ট্র, সমঝে থাকতে হবে। হিন্দুদের দিকে লালা চোখ দেখিয়ে থাকা যাবে না। বিজেপি যে হিন্দুত্বের তাস খেলেছে তারও একটা কারণ আছে। ভালো কাজ দেখিয়েও অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানায় উন্নয়নের শ্লোগান ‘শাইনিং ইন্ডিয়া’ বিজেপিকে ভোটযুদ্ধ জেতাতে না পারায় গেরুয়া গল আঁকড়ে ধরে হিন্দুত্বের পথ। কংগ্রেস তখন বাজিমাত করে মুসলিম ভোটের ফায়দা তুলে। পথ বদল করে বিজেপি প্রকাশ্যে হিন্দুত্ব লাইন ঘোষণা করেই রথ ছুটিয়ে চলেছে। এসেছে কাশ্মীরে ৩৭০ ও ৩৫-এ ধরা রদ, তিন তালাক বাতিল, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাম মন্দির, সিএএ আইন ইত্যাদি।

তিন দশক পর দিল্লির মাটি রক্তাক্ত হল এতগুলোর প্রাণ ঝরে পড়ল। শাসক ও বিরোধী পক্ষ দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপ করছে। অবেশেষে স্বারাষ্ট্র মন্ত্রক সক্রিয় হয়েছে। দাঙ্গার আগুন নিভেছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে পুরোদমে। বাঁচার তাগিদে সবকিছু বুলে স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলবে আরও কিছুকাল। জীবনের চাহিদার চাপে কালের প্রলেপে দাঙ্গার ক্ষতও শুকিয়ে যাবে হয়তো একদিন, কিন্তু মানবতাকে শেষ করার গভীর দাগ কি চিরতরে মুছে যাবে? পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে উত্তম কথা কিন্তু যে উন্নত্ত বেলাগাম হিংসা অনেকের নিকটজনের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে, তার কি হবে? সমাজের মধ্যে দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের ভিতটা যে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তা কি জোড়া লাগবে? পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বুনট ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তা কি মেরামত করা সম্ভব হবে? আমরা যখন চাঁদে কিংবা মঙ্গলে আকাশযান পাঠাচ্ছি, বুক ফুলিয়ে দাবি করছি অচিরেই ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতি ও শক্তিশালী দেশ তখন নিজেরাই নতুন করে মূষলপর্ব শুরু করছি। ভুলে গেছি ‘মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।’ পিছন দিকে হাঁটতে চাই না, এগোতে চাই সমুখপানে, একথা বলার সময় এসেছে। ‘অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গমরঃ’।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

করোনা ভাইরাস-গরমই ভরসা

সুতীর্থ চক্রবর্তী

ভাইরাস যে কোনও সীমান্ত মানে না, তা আরও একবার হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। ইউহান শহর, তারপর গোটা হুবেই প্রদেশকে বাকি পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েও করোনা ভাইরাস ঠেকিয়ে রাখতে পারল না চিন। চিনের সীমান্ত পেরিযে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ‘কোভিদ ১৯’। আমেরিকাও শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের সীমান্ত দিয়ে ‘কোভিদ ১৯’-এর অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারেনি। করোনার থাবায় ইতিমধ্যে একটি প্রাণ চলে গিয়েছে আমেরিকায়। এমন একজন সেখানে আক্রান্ত হয়েছেন, যিনি বিদেশে যাননি। অর্থাৎ স্থানীয়ভাবেই ছড়াচ্ছে ভাইরাস। ভারতে বসে আমাদের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে আরও দু’জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়ার পর। তবে এই দু’জনেই বিদেশ থেকে আক্রন্ত হয়ে এসেছেন বলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে। এর আগে কেরলে চিন ফেরত চিন করোনা আক্রান্ত খবর মিলেছিল। ওই তিনজনই সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। তবে আমেরিকা-সহ পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় দেশে যখন স্থানীয়ভাবে ‘কোভিদ’ ১৯’ ছড়াতে শুরু করেছে , তখন ভারতও কি আর পিছিয়ে থাকবে? অতীতেও দেখা গিয়েছে সীমান্ত দিয়ে রোখা যায়নি কোনও ভাইরাসের গতিকে। ২০০২ সালে পৃথিবী ভয়ংকর সার্স ভাইরাসকে দেখেছিল। ওই ভাইরাসেরও উৎপত্তিস্থল ছিল চিন। বাদুড় থেকে পশুপাখি হয়ে মানবদেহে ছড়িয়ে পড়েছিল সার্স। ওই ভাইরাস ছিল আরও ভয়ংকর। ২০০৯ সালে হানা দেয় সোয়াইন ফ্লু। যা ছড়িয়েছিল শূকরের খামার থেকে। ২০১৪ সালে পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে থাবা বসায় ইবোলা। কিন্তু অতীতের আর কোনও ভাইরাসই করোনার মতো এতটা ছোঁয়াতে ছিল না। ফলে সেগুলি নিয়ন্ত্রণের আনা গিয়েছে অনেক দ্রুত।

চিকিৎসকরা বলছেন সাধারণ ফ্লুয়ে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে প্রতি বছরতিন থেকে সাড়ে ছ’লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। করোনা ভাইরাসে গত দু’মাসে তিন হাজারের বেশি মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষে পৌঁছেছে। কিন্তু যে দ্রুততায় এই ভাইরাস দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে অচিরেই এটা বিরাট মহামারীর চেহারা নেবে। সেটা হল মৃত্যুর সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তার কোনও অনুমানই পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কয়েক দিন আগে ধনকুবের বিল গেটস বলেছিলেন, করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৩৩ লক্ষে পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণে না এলে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানির কারণ হবে করোনা ভাইরাস।

ভারতে যখন একবার করোনা আক্রান্ত ধরা পড়তে শুরু করেছে, তখন কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা যাবে বহু মানুষ স্থানীয়ভাবে আক্রন্ত হচ্ছে। একে একটা ‘অনিবার্য ঘটনা’ বলেই বর্ণনা করতে শুরু করেছেন পৃথিবীজুড়ে চিকিৎসকরা। আমাদের যা জনগনত্ব, তাতে এই ভাইরাস ছড়ানো শুরু হলে অল্প কয়েক দিনে তা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আক্রান্ত করবে। ইতিমধ্যে দেশে অনেক মানুষ করোনায় আক্রান্ত কি না, তা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ এই ভাইরাসের বিপদের দিক হল, এটি সার্সের মতো সহজে ধরা পড়ে না। যখন ধরা পড়ে, তখন এঠা অনেকটাই ছড়িয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতাতে তাই দেখা যাচ্ছে। ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতাদি ইত্যাদি দেশে প্রায় আলোর গতিতে ছড়িয়েছে করোনা। ভারতে তো আমরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকি। রাস্তায় চলতে গেলেও গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে। তা হলে ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া ঠেকাব কীভাবে?

‘আইসোলেশন’ ও মাস্ক’ করোনা মোকাবিলার কোনও পথ নয়। সেটা চিন-সহ গোটা পৃথিবীতে প্রমাণিত হল। জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরে ‘কোয়ারান্টাইন’ করে রাখা হয়েছিল ‘ডায়মন্ড প্রিন্সেস’ নামে প্রমোদ জাহাজটিকে। মাত্র একজন যাত্রীর দেহে করোনা ভাইরাস মিলেছিল। তারপরই কোয়ারান্টাইন করা হয়। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল? কিছুই হয়নি। কয়েক দিনের মধ্যেই জাহাজের কয়েকশো যাত্রীর শরীরে ভাইরাস মিলল। যার মধ্যে ১৬ জন ভারতীয় রয়েছে। জাহাজের তো সবাই মুখোশ পরেছিল। বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নও ছিল। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে ‘আইসোলেশন’ ও ‘মাস্ক’ করোনা ঠেকাতে কার্যকর নয়।

তাহলে করোনার বিপদ আমাদের কীভাবে বাঁচাতে পারে? পশুপাখির দেহ থেকে এইভাবে মানবদেহে ভাইরাসের সংক্রমণের নেপথ্যে যদি জলবায়ু পরিবর্তন প্রধান কারণ হয়ে থাকে, তাহলে সেই জলবায়ুই হয়তো এই বিপদে একমাত্র ত্রাতা। প্রবল গরমই হয়তো আমাদের করোনার ত্রাস থেকে রক্ষা করতে পারে। গড় তাপমাত্রা ২৭-২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস চলে গেলে এই ভাইরাসের মৃত্যু হবে বলেমনে করা হচ্ছে। উষ্ণতায় কোনও ভাইরাসই বাঁচে না-কিন্তু গড় তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির ধারে কাছে পৌঁছতে এই বঙ্গেও আরও হয়তো দিন পনেরোর অপেক্ষা। কিছুদিন আগেও মার্চের গোড়ায় আমরা প্রবল গরম পেতাম। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এবার মার্চের প্রথম সপ্তাহেও কলকাতায় ভোরের দিকে গায়ে চাদর দিতে হচ্ছে। এরকম আরামদায়ক আবহাওয়া আমাদের কাছে সবসময় কাম্য। কিন্তু করোনা আতঙ্কে আপাতত সকলের প্রার্থনা দ্রুত প্রবল গরম নামুক। বাকি পৃথিবীর অবশ্য মে মাসের জন্য অপেক্ষা।

ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধকের কোনও আশা এখনও দেখা যাচ্ছে না। কয়েক দিন আগে ইজরায়েলের কয়েকজন বিজ্ঞানী দাবি করেছিলেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁরা করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে ফেলবেন। কিন্তু মার্কিন স্বাস্থ্য দফতরের অভিমত দু’মাসের মধ্যে সেরকম সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া ভ্যাকসিন আবষ্কার হলেও তা বাণিজ্যিকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে একবছর। আমেরিকা আপাতত করোনা মোবাকিলায় সঠিক চিকিৎসার উপর ভরসা করছে। দুর্বল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে সেটা ভারতের মতো দেশে অসম্ভব এক ব্যাপার। তবুও করোনা প্রতিরোধে সবরকম প্রস্তুতি জরুরি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির উচিত এখন থেকেই সেদিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করা।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)৫

মঙ্গলবার কমরেড ধনঞ্জয় ত্রিপুরার স্মরণ সভা আয়োজিত সিপিএম সদর কার্যালয়ে। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে বিজিবি-গ্রামবাসী সংঘর্ষে নিহত ৬

মনির হোসেন, ঢাকা মার্চ ৩: বাংলাদেশের গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে একই পরিবারের চারজন, এক বিজিবি সদস্য ও এক গ্রামবাসী রয়েছেন। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার গাজিনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, গাজীনগর এলাকার সাহাব মিয়া (৬৫), তার স্ত্রী রঞ্জু বেগম (৫৫), তাদের বড় ছেলে আকবর আলী (২৭), ছোট ছেলে আহমদ আলী (২৪), একই এলাকার সিরাজ মিস্ত্রির ছেলে মফিজ মিয়া (৫০) এবং বিজিবি সদস্য শাওন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য খাগড়াছড়ির অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস।

জানা যায়, কয়েক গাছের টুকরা সাহাব মিয়া ও তার ছেলে বাজারের নিয়ে যাওয়ার পথে বাধা দেয় বিজিবি। একপর্যায়ে বিজিবির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি দেখে এগিয়ে আসে গ্রামবাসী। এরপরই বিজিবির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসী। সংঘর্ষের সময় বিজিবি সদস্যরা গুলি করলে ঘটনাস্থলেই সাহাব মিয়া ও তার ছেলে আকবর আলী নিহত হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বিজিবি সদস্য শাওন, আহমদ আলী, মফিজ মিয়া এবং হানিফ মিয়াকে মাটিরাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে বিজিবি সদস্য শাওন ও আহাম্মদ আলীর মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান মফিজ মিয়া। স্বামী ও দুই ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে মারা যান রঞ্জু বেগম। মাটিরাঙ্গা পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের প্রাক্তণ কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম বাবু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিজিবি সাধারণ মানুষকে নানাভাবে হয়রানি করছে। সাধারণ মানুষ নিজেদের বাড়ির গাছ কাটতে গেলেও বাধা দেয় বিজিবি। মূলত এ নিয়েই আজকের সংঘর্ষ।মাটিরাঙ্গা থানার (ওসি) শামছুদ্দিন ভুঁইয়া বলেন, বিজিবি-গ্রামবাসী সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হয়েছে। নিহত বিজিবি সদস্যসহ তিনজনের মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে। অন্য দুজনের মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। স্বামী ও দুই সন্তানের মৃত্যুর খবরে মারা গেছেন সাহাব মিয়ার স্ত্রী রঞ্জু বেগম।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বিকেল ৩টার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সেনাবাহিনীর গুইমারা রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শাহরিয়ার জামান, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস, পুলিশ সুপার আব্দুল আজিজ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এমএম সারাহ উদ্দিন, মাটিরাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, মাটিরাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিভীষণ কান্তি দাশ, মাটিরাঙ্গা পৌরসভার মেয়র শামছুল হক। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য খাগড়াছড়ির অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ঘটনায় দোষীদের বিচারের আওতায় আনা হবে জানিয়ে সেনাবাহিনীর গুইমারা রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শাহরিয়ার জামান সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। বিষয়টি ইতোমধ্যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।এ সময় স্থানীয়রা বিজিবি ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবি জানালে তিনি বলেন, গুটি কয়েক খারাপ লোকের জন্য একটি বাহিনীকে দোষারোপ করা যাবে না।

ভারত অংশ নিলে মুজিববর্ষ পূর্ণতা পাবে: তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন, ঢাকা মার্চ ৩ : বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, ভারত অংশ নিলে মুজিববর্ষ পূর্ণতা পাবে,না নিলে পূর্ণতা পাবেনা। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় পেলেও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসার মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার পূর্ণতা পেয়েছে। সে কারণেই মোদীকে মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রতিবেশী অন্যান্য দেশকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন ড় হাছান মাহমুদ।

তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ আরো বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো দেশের যদি এককভাবে অবদান থাকে তা ভারতের। বাংলাদেশের এককোটি মানুষ সেখানে (ভারত) আশ্রয় নিয়েছিল, তারা সর্বাত্মকভাবে বাংলাদেশকে সহায়তা করেছে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য তৎকালীন ভারত সরকার ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন দেশে ছুটে গেছেন। সেই আন্তর্জাতিক চাপ ও বিশ্বজনমতের কারণেই পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, বিএনপি'র মূল রাজনীতিই হচ্ছে ভারত বিরোধিতা। ভারত বিরোধিতাই তাদের রাজনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বিএনপির ভারত বিরোধী রাজনীতির ধারাবাহিকতার জন্যই মুজিব বর্ষে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। ভারত বিরোধী রাজনীতি তাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, তাই এর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সব অবান্তর প্রশ্ন তুলছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে তাদের ভারত বিরোধী যে রাজনীতি সেই রাজনীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, আর একটি হচ্ছে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে তার বিরুদ্ধে উসকানি দেয়া। আমি আশা করব তারা এই পথ পরিহার করবে। তিনি আরো বলেন,মুজিববর্ষের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যদি ভারতের অংশগগ্রহণ না থাকে, তাহলে আমি মনে করি, মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠানটি পূর্ণতা পায় না। মুজিব বর্ষে ভারতের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে কী ঘটেছে, কী ঘটেনি সেটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশে তো এমন কোনো পরিস্থিতি বিরাজ করছে না যাতে এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে মোদির আগমনের বিরোধিতা করছেন এ বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, যারা সবসময় ভারত-বিরোধিতার রাজনৈতিক করে এবং সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করে, তাদের পক্ষ থেকে এগুলো করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শান্তিপ্রিয়। তারা যে কথাগুলো বলছে এগুলো কখনও হালে পানি পাবে না। এখানে ভারতের সরকারকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ভারতের কোন সরকার ক্ষমতায় আছে সেটি আমাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়, মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

মোদি নয় বিএনপির মূল লক্ষ্য মুজিববর্ষের বিরোধিতা করা কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা মার্চ ৩ : বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মির্জা ফখরুল ও তার দোসররা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির ঢাকা আসার বিরোধিতা করতে গিয়ে মুজিববর্ষের বিরংদ্ধে বিষোদগার করছেন। আসলে মোদি নয়,বিএনপির মূল লক্ষ্য মুজিববর্ষের বিরোধিতা করা। মঙ্গলবার রাজধানীর গুলিস্তানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের যৌথ সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। কাদের বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। ভারতের প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নায়করা মুজিববর্ষে বাংলাদেশে আসবেন এ উদ্যোগ পছন্দ হচ্ছে না বলেই বিএনপি ও তাদের দোসররা বিরুদ্ধাচারণ করছেন। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ উদযাপন সামনে রেখে আমাদের দেশে আবার সাম্প্রদায়িক অপশক্তির অপতৎপরতা শুরং হয়েছে। মির্জা ফখরুল ও তাদের দোসররা প্রপাগান্ডা করছেন, অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। নরেন্দ্র মোদি বিশেষ কোনো ব্যক্তি নন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাত্তরের আমাদের প্রধান মিত্র ভারতের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে মুজিববর্ষে যোগ দিচ্ছেন। এ সময় দিল্লির ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বলে উল্লেখ করেন আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক। উপস্থিত ছিলেন আওয়ামি লিগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ, আওয়ামি লিগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক, আহমদ হোসেন, মির্জা আজম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, আওয়ামি যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাঈনুল হোসেন খান নিখিল, কৃষকলিগের সভাপতি সমীর চন্দ্র প্রমুখ।

কাছাড়ের শিলচর শহরের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা দেখে হতবাক জেলাশাসক, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনস্পট নির্দেশ

শিলচর (অসম), ৩ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচর শহরের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জন্যে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে বর্ষাকাল অতিবাহিত করতে হয় নাগরিককুলকে। দীর্ঘদিন থেকে শহরবাসীর অন্যথম প্রধান দাবির মধ্যে নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধান। কারণ মান্ধাতা আমলের ড্রেনেজ ব্যবস্থা শহর এলাকার জল টানতে অসমর্থ। তাছাড়া অধিকাংশ নালা প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে। তাই এক পশলা বৃষ্টি হলেই শিলচর শহরের অধিকাংশ রাস্তায় হাটু জলের কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া একটি নালার ওপর ফুটপাতের কাজও সম্পূর্ণ করা হয়নি এ যাবৎকালেও। এই পরিস্থিতিতে একটু অন্যমনস্ক হলেই নালার নোংরা জলে হাবুডুবু খেতে হয় মানুষকে।

এবার শিলচর শহরের নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে বর্ষার মরশুমে নালা-নর্দমাগুলিতে জলেরস্তর বৃদ্ধি হওয়ার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্ভাবনা উপলব্ধি করে ময়দানে নেমেছেন কাছাড়ের খোদ জেলাশাসক নবাগত বর্ণালী শর্মা। মঙ্গলবার ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনার তথা অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা শিলচর পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত উন্নয়ন আধিকারিক জেসিকা লালসিম, সিইও (জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) রাজীব রায় এবং ডিডিএম-এর আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে শিলচর পুরসভার অন্তর্গত অঞ্চলগুলির নিকাশি ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।

জেলাশাসকের পরিদর্শনকালে শিলচর শহরাঞ্চলের রাস্তার পাশে নালা-নর্দমাগুলির কদর্য চেহারার সাক্ষী হয়েছেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। তাঁরা দেখেছেন নালা-নর্দমাগুলিতে জলের স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং সেখানে গড়ে ওঠা বাড়িঘর, দোকান, রেস্তরাঁ ও হোটেলগুলি থেকে বর্জ্য ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে নালা-নর্দমাগুলি পুরো অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সব দেখে জেলাশাসক শিলচর শহরের নিকাশি ব্যবস্থার করুণ পরিস্থিতি দেখে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

শিলচর শহরের বাণিজ্যিক অঞ্চলের বেশিরভাগ ফুটপাত অবৈধভাবে দোকান গড়ে দখল করা হয়েছে তা স্বচক্ষে দেখে হতবাকহয়ে গেছেন জেলাশাসত বর্ণালী শর্মা।

এদিকে স্থানীয় নাগরিকরা জেলাশাসককে কাছে পেয়ে তাঁদের বহুদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ উগরে দিয়ে অভিযোগ করেন, দিন ও রাতের বেলা রাস্তার পাশে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা হচ্ছে যার ফলে জনজীবনে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সব দেখে ও অভিযোগ শুনে অনস্পট জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা ফুটপাতগুলিকে বেদখলমুক্ত করতে এবং নালাগুলিতে সাফাই অভিযান চালাতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। শিলচর শহরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য এবং শহরটিকে 'স্বচ্ছ সুন্দর, সবুজ শিলচর' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিলচরবাসী জনসাধারণের প্রতি আবেদন রাখেন জেলাশাসক শর্মা।

উত্তরপ্রদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছয়

লখনউ, ৩ মার্চ (হি.স.) করোনাভাইরাসে উত্তরপ্রদেশে আক্রান্ত ছয়। মঙ্গলবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে সোয়াপ টেস্টে ওই ছয়জনের করোনা পজেটিভ পাওয়া গিয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয়প্রতাপ সিং উচ্চপর্যায় বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে তিনি জানিয়েছেন যে করোনাভাইরাস রোধে প্রতিটি দফতরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। আক্রান্তদের দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে বিদেশ থেকে যারা রাজ্যে আসছে তাদের উপর নজরদারি চালানোর জন্য লখনউ বিমানবন্দরে হেল্প ডেস্ক তৈরি করা হয়েছে। এই ডেস্ককে ছয়জন চিকিৎসক এবং আটজন প্যারামেডিক থাকবে। লখনউতে বিদেশ থেকে আসা ২৪৮ জনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। কিং জর্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, লোক বন্ধ হাসপাতাল, সিভিল

ছয়ের পাতায়

পুর নির্বাচনে প্রার্থী দেবে কলকাতার গৃহ মালিক সমিতি

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.) : আগামী পুর নির্বাচনেও কলকাতার গৃহ মালিক সমিতি নিজেদের প্রার্থী দেবে। গত পুরভোটে প্রথমবার প্রার্থী দিয়েছিল এই সমিতি। বুধবার সমিতির তরফে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী হিসাবে শিবপ্রসাদ কবিরাজের নাম চূড়ান্ত করা হয়।

এ বছর পুরভোটে প্রার্থী হতে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে তারা আবেদন করার প্রস্তাব করেছে। কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে উত্তর কলকাতায় অনেকেই পুরনো ভাড়াটিয়াদের অত্যাচারে সংকটে রয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুকুমার রক্ষিত এ খবর

ছয়ের পাতায়

লামডিঙে হাওড়া-আনন্দবিহারগামী ট্রেনের তিনটি পার্সেলভ্যান থেকে উদ্ধার বার্মিজ সুপারি, সন্দেহের জালে রেল কর্তৃপক্ষ

লামডিং (অসম), ৩ মার্চ (হি.স.) : জাতীয় সড়কের পাশাপাশি এবার রেলপথকে চোরাচালানের মাধ্যম করেছে বার্মিজ সুপারি সিন্ডিকেট। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে ডাউন হাওড়া-আনন্দবিহারগামী যাত্রীবাহী তিনসুকিয়া মেইলের তিনটি পার্সেল ভ্যানে তালাশি চালিয়ে রেল পুলিশ উদ্ধার করেছে বহু পরিমাণের অবৈধ বার্মিজ সুপারি।

বার্মিজ সুপারি উদ্ধারকারী রেল পুলিশের জনৈক অফিসার এ ব্যাপারে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনস্থ লামডিং ডিভিশনের কর্তব্যরত শীর্ষ আধিকারিকদের বিরংদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।

তিনি বলেন, রেলওয়ে অফিসাররা রেল পুলিশকে সহযোগিতা করছেন না। রেল বিভাগের একাংশ আধিকারিকের ছত্রছায়ায় কুইন্টাল কুইন্টাল সুপারি রেলের পার্সেল ভ্যানে করে বহিঃরাজ্যে পাচার হচ্ছে। তাঁদের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল, সংশ্লিষ্ট যাত্রীবাহী এক্সপ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত পার্সেল ভ্যানে করে অবৈধভাবে বিশাল পরিমাণের বার্মিজ সুপারি বহিঃ রাজ্যে পাচার করা হচ্ছে। সে অনুযায়ী এই তিনটি পার্সেল ভ্যানে তালাশি চালাতে রেলের লামডিং ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একটি লিখিত চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু রহস্যজনকভাবে রেল কর্তৃপক্ষ রেল পুলিশকে কোনও ধরনের সহযোগিতা করেননি।

তবে লামডিং জংশনে কর্তব্যরক রেল পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষা না করে তিনচুকিয়া মেইলের সঙ্গে সংযুক্ত ১১৮৮২৭, ০৬৮৪৯ এবং ১৩৮৪১ নম্বরের তিনটি পার্সেল ভ্যান (ভিপি) আটক করে তাতে তালাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করেছে। সুপারিগুলি ডিমাপুর থেকে হাওড়া এবং আনন্দবিহারের কোনও ঠিকানায় বুক করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। তবে প্রচুর পরিমাণের বলা হলেও ঠিক কতটা বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনও তথ্য দিতে অপারগতার কথা জানিয়েছেন রেল পুলিশের অফিসারটি।

এদিকে ডিমাপুরে নিয়োজিত শুল্ক বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট গোটা ঘটনাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

দিল্লির হিংসা নিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্যের নিন্দায় সরব ভারত

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.) : উত্তরপূর্ব দিল্লির হিংসা নিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রী মন্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ ভারতের। ইরানের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়ে জানানো হল আপত্তির কথা।

সোমবার ইরানের বিদেশমন্ত্রী মহম্মদ জাভেদ জারিফ জানিয়েছিলেন, ভারতীয় মুসলমানদের লক্ষ্য করে যে সংগঠিত হিংসা চালানো হয়েছে, তা নিন্দনীয়। বহু শতাব্দী ধরে ভারতের বন্ধু ইরান। ভারতীয় প্রশাসনের উচিত বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া। সোমবার ইরানের বিদেশমন্ত্রীর এমন মন্তব্যের নিন্দা করে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার জানিয়েছেন, ইরানের রাষ্ট্রদূত আলি চেংগেনি ডেকে এমন মন্তব্যের নিন্দা করা হয়েছে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী একতরফা এবং সংকীর্ণ মন্তব্য করেছেন। ইরানের তরফে এমন আচরণ একেবারেই কাঙ্খিত নয়। উল্লেখ করা যেতে পারে,আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের মতে ইরানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খুবই দৃঢ়। সেখানে দাঁড়িয়ে দিল্লির হিংসার এমন কঠোর মন্তব্য করা একেবারে নজিরবিহীন ঘটনা।

গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করে স্ত্রীকে হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপির মন্ডল সভাপতি

বাঁকুড়া, ৩ মার্চ (হি. স.) : প্রথম পক্ষের বিয়ে গোপন করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর নববিবাহিত স্ত্রী কে অস্বীকার ও হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন বাঁকুড়ার এক বিজেপি নেতা তথা বিজেপি শালতোড়া ব্লকের ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি অরূপ মন্ডল। অভিযুক্ত বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করে মঙ্গলবার বাঁকুড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে দু দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনাকে তৃণমূল লজ্জাজনক আখ্যা দায়ে এই ধরনের বিজেপির নেতারা রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে চায় বলে কটাক্ষ করেছে।

অন্যদিকে বিজেপি এই ঘটনাকে তৃণমূলের সাজানো ঘটনা বলে দাবী করে বলা হয়েছে যে অরূপ মন্ডলকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও জানিয়েছেন, এক মহিলার অভিযোগ পাওয়ার পর অরূপ মন্ডল নামে শালতোড়া গ্রামের বাসিন্দাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তিনি জানান দুর্গাপুরের এক মহিলাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্রতারণা করে বিয়ে করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও পুত্র সন্তানের কথা গোপন করে প্রথমে বেশ কিছুদিন ধরে সহবাস ও পরে ওই মহিলাকে বিয়ে করেন তিনি। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে দুর্গাপুর বেনাচিতিতে একটি ভাড়া বাড়িতে রেখে যাতায়াত করতেন। বর্তমানে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে অস্বীকার করায় তিনি অরূপ বাবুর বাড়িতে চলে আসেন। অভিযোগকারিণীকে তার পরিবারের লোকজন হেনস্থা ও মারধর করে বলে শালতোড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর পুলিশ অরূপ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনায় শালতোড়ার নাগরিক কমিটি বিজেপি নেতার কঠোর শাস্তির দাবিতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। মঙ্গলবার সকালে দেখা গেল থানাতেই বসে রয়েছেন অভিযোগকারিণী মহিলা। তিনি বলেন, আমার সঙ্গে অরূপ এর প্রথম দেখা হয় বছর তিনেক আগে দুর্গাপুর ডিএভি স্কুলের সামনে। ওখানে ওর ছেলে পড়াশোনা করত। এরপর পরিচয় বাড়তে থাকে ফেসবুকের মাধ্যমে। প্রথমে জানতাম না ও বিবাহিত। ততক্ষণে ও আমার সঙ্গে বেশ কয়েকবার সহবাস করে। পরে জানতে পারি ও বিবাহিত। জানার পরও অরূপ আমাকে বলে তোমাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। বছর দেড়েক আগে তারকেশ্বরে গিয়ে মন্দিরে বিয়ে করে আমাকে। তারপর বেনাচিতিতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে আমাকে রাখে। বেশকিছুদিন হল সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।এবং আমাকে অস্বীকার করতে শুরু করে। আমি মরিয়া হয়ে সোমবার ওর বাড়িতে আসি। তখন ওর মা, বাবা, ভাই, ভাইয়ের বউ, কাকা, কাকিমা সকলে মিলে আমাকে মারধর করে।

এই ঘটনায় শালতোড়া ব্লকের তৃণমূল ব্লক সভাপতি কালিপদ রায় বলেন, এটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা। বিজেপির মন্ডল সভাপতি থেকে বিধায়ক মন্ত্রী এরকম ঘটনায় পারদর্শী। এইসব জঘন্য মানুষদের নিয়ে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখে। শালতোড়ার নাগরিক সমিতিও ওই নেতার কঠোর শাস্তি চেয়ে পথে নেমেছেন। একজন অসহায় মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে তারা সহযোগিতা করবে বলে জানান। এই ঘটনাকে

ছয়ের পাতায়

করোনাভাইরাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। মারণ এই ভাইরাস মোকাবিলায় অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার নিজের ট্যুইটবার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, জাতীয় জীবনে সময় আসে যখন তাঁর নেতাদের পরীক্ষার মুখে দাঁড়াতে হয়। এই বড় বিপর্যয় এড়ানোর জন্য একজন প্রকৃত নেতাকে আরও মনযোগী হতে হবে।

অপর একটি ট্যুইটবার্তায় নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে রাহুল গান্ধী লেখেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় কৌতুক করে অযথা দেশের সময় নষ্ট করা হচ্ছে। করোনাভাইরাস মোকাবিলা করে ভারতবাসীদের রক্ষা করাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। মারণ এই ব্যাধি দেশের অর্থনীতির জন্য বিপদজনক

ছয়ের পাতায়

মহিলাদের জন্য উৎর্গ করব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, টুইট মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়ার জল্পনার মধ্যেই ফের টুইট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ওই দিন নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট মহিলাদের জন্য উতর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নিজেই এ কথা জানিয়েছেন। মঙ্গলবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই নারী দিবসে, আমার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট সেই সমস্ত মহিলাদের জন্য উতর্গ করব, যাঁদের জীবন ও কাজ আমাদের অনুপ্রাণিত করে। এর ফলে তাঁরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করবেন।

টুইটারে প্রধানমন্ত্রী আরও লিখেছেন, 'আপনিই কী সেই ধরনের মহিলা অথবা আপনি কী সেই ধরনের মহিলাদের জানেন? সেই সমস্ত স্টোরি ভাগ করুন।' এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করেছিলেন, 'রবিবার থেকে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউবে নিজের সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছি। আপনাদের সকলকে জানাব।' এই টুইটের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় জল্পনা চলছিল, তাহলে কী সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সন্ন্যাস নিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী? এই জল্পনার মধ্যেই মঙ্গলবার ফের টুইট করলেন প্রধানমন্ত্রী।

দুর্গাপুরে সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় ধৃত ১

দুর্গাপুর,৩মার্চ(হি.স.): এক মাস পর দুর্গাপুরে গহনার দোকানে চুরির ঘটনায় ধরা পড়ল এক দুস্কৃতী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম লোটন রুইদাস। কাঁকসা আড়া কালিনগরের বাসিন্দা। সোমবার রাতে বাড়ী থেকে তাকে কাঁকসা থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য, গত ২৯ জানুয়ারী রাতে ছাদের দরজা ভেঙে কাঁকসার আড়া মোড়ে এক সোনার দোকানে চুরি হয়। প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সোনার

ছয়ের পাতায়

উত্তরপ্রদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছয়

লখনউ, ৩ মার্চ (হি.স.) করোনাভাইরাসে উত্তরপ্রদেশে আক্রান্ত ছয়। মঙ্গলবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে সোয়াপ টেস্টে ওই ছয়জনের করোনা পজেটিভ পাওয়া গিয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয়প্রতাপ সিং উচ্চপর্যায় বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে তিনি জানিয়েছেন যে করোনাভাইরাস রোধে প্রতিটি দফতরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। আক্রান্তদের দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে বিদেশ থেকে যারা রাজ্যে আসছে তাদের উপর নজরদারি চালানোর জন্য লখনউ বিমানবন্দরে হেল্প ডেস্ক তৈরি করা হয়েছে। এই ডেস্ককে ছয়জন চিকিৎসক এবং আটজন প্যারামেডিক থাকবে। লখনউতে বিদেশ থেকে আসা ২৪৮ জনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। কিং জর্জ

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

অর্জুন কাপুরের সঙ্গে পালিয়ে গেলেন পরিণীতি চোপড়া ! বলিউডে শোরগোল !

মুম্বই: অবশেষে মুক্তি পেল ”সন্দীপ অওর পিঙ্কি ফারার” -এর ফার্স্ট লুক। এই ছবিতে এক সঙ্গে দেখা যেতে চলেছে অর্জুন কাপুর ও পরিণীতি চোপড়াকে। এই ছবিতে দুজনে দুজনের পারফেক্ট ক্রাইম পার্টনার। এই ছবি মুক্তি পাবে মার্চের ২০ তারিখ। এই ছবির পোস্টার শেয়ার করলেন নায়ক-নায়িকা দুজনেই। ছবিটি পরিচালনা করছেন দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্জুন কাপুর শেয়ার করেছেন পরিণীতি ওরফে সন্দীপ কৌরের ছবি। ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, আমার সব ক্রাইমের সঙ্গীর ছবি পোস্ট করলাম। একই কথা লিখেছেন নায়িকাও। ”ইস্কজাদে”তে এক সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল এই দুই অভিনেতাকে। তারপর আবার তাঁদের এক সঙ্গে দেখা যেতে চলেছে। পরিচালক জানিয়েছেন, ’ এই ছবি এক মজার গল্প বলবে। দুজনের অভিনয় দেখার মতো হবে। অনেক দিন পর মনে হচ্ছে আমি আবার নতুন করে ছবির কাজ করা শুরু করলাম।’

সময় কাটাতে সইফ-কন্যা সারা পাড়ি দিলেন বারাণসীতে

বলিউড নায়িকা সারা আলি খান যে ঘুরতে বেশ ভালোবাসেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায়শই। কখনো দূর দেশে পাড়ি দেন পরিবারের সঙ্গে, নয়তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। তাঁর পোস্ট করা ছবি নেট দুনিয়ায় বেশ ভাইরাল-ও হয়। সেই ছবিগুলিতে ভক্তদের কমেন্ট ও লাইকের বন্যা বয়ে যায়।সম্প্রতি তিনি ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে সাদা সালোয়ার-কামিজ পরে ঘাটে বসে আছেন তিনি। মাথায় ওড়না চাপা দিয়ে গঙ্গা আরতিতেও দেখছে। সোমবার তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন বারাণসীতে। বারাণসীর ঘাটে বসা বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেছেন তিনি।বারাণসীর যাত্রার আগে তিনি লেখেন, তিনি মিস করছেন মা-ভাইকে। গত মাসে মুক্তি পেয়েছে কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে তাঁর ছবি ”লাভ আজ কাল”। এই ছবি মোটামুটি ব্যবসা করেছে বক্স অফিসে। সারাকে আবার রুপোলি পর্দায় দেখা যাবে ডেভিড ধাওয়ানের ”কুলি নং ওয়ান”-এ। কমেডি ঘরানার এই ছবিতে বরুণ ধাওয়ান রয়েছেন সারার বিপরীতে। আগামী ১ মে মাসে এই ছবি মুক্তি পাবে।

মোবাইল কী ভাবে কাজ করে ?

সাধারণত কল করা, মেসেজ পাঠানো, ছবি শেয়ার করার মতো কাজই ফোনে রোজ করা হয়ে থাকে। এই কাজগুলি করার সময়ে রেডিয়োওয়েভ এবং মাইক্রোওয়েভ নির্গত ও গ্রহণ করে মোবাইল। এই ওয়েভের রেঞ্জ প্রায় ৮০০ থেকে ২৬০০ মেগাহার্টজ। অবশ্য দেশ ও ফোনের নেটওয়র্কের উপরে নির্ভর করে এই মাত্রার ওঠানামা। এই মাইক্রোওয়েভ থেকেই কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত। সহজ ভাবে বলতে গেলে ‘বেনীআসহকলা’কে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। বেনীআসহকলার লালের ওয়েভলেংথ সবচেয়ে বেশি। ফলে তা অনেক নিরাপদ। অন্য দিকে বেগুনির ওয়েভলেংথ কম। ফলে এর প্রভাবে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি থেকে আমাদের শরীরে ক্ষতি বেশি হয়।

জানেন কি, অতিরিক্ত লবণ হাড়ের কতটা ক্ষতি করে দেয় !

অতিরিক্ত কোন কিছুই ভালো নয়। আর এটি লবণ খাওয়ার বেলাতেও সত্য। প্রতিদিন শরীরে সামান্যই লবণ দরকার সোডিয়ামের জন্য। সোডিয়াম শরীরের কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। তবে অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ দেহের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন পাঁচ গ্রাম লবণ খাওয়াই যথেষ্ট। আর এক চা চামচেই থাকে প্রায় ছয় গ্রাম লবণ। প্রতিদিন পাঁচ গ্রামের বেশি খাওয়া শরীরের জন্য মোটেই সুখকর নয়। অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার কতগুলো ক্ষতিকর দিক রয়েছে। আসুন আজ তা আমরা তাহলে জেনে নেই-কিডনির ক্ষতি : শরীরে তরলের ভারসাম্য ঠিকঠাক রাখতে সামান্য পরিমাণ সোডিয়াম গ্রহণই যথেষ্ট। তবে বাড়তি সোডিয়াম কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ কিডনির ওপর চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং কিডনির কার্যক্রম নষ্ট করে।রক্তচাপ বাড়ায় : হৃদরোগ বা কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের অন্যতম কারণ উচ্চ রক্তচাপ। আর উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ অতিরিক্ত লবণ খাওয়া। অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ রক্তনালিকে সংকুচিত করে দেয় এবং রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। এতে রক্তচাপ বাড়ে।পাকস্থলীর ক্যানসার : বেশি পরিমাণে লবণ খাওয়া পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। এমনকি ওয়ার্ল্ড ক্যানসার রিসার্চ ফান্ড অ্যান্ড আমেরিকান ইন্সটিটিউট ফর ক্যানসার রিসার্চ নিশ্চিত করেছে যে অতিরিক্ত লবণাক্ত খাবার পাকস্থলীর ক্যানসার তৈরি করতে পারে। খাবারে বেশি পরিমাণ লবণ থাকলে এটি পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়া হেলিকোব্যাকটার পাইলোরিকে প্রভাবিত করে। এমনকি ক্যানসারের চিকিতসার উন্নতিকেও ধীর গতির করে দিতে পারে বেশি লবণ গ্রহণ।দুর্বল হাড় : অতিরিক্ত লবণ খাওয়া হাড়কে দুর্বল করে দেয়। বেশি লবণ খেলে হাড় থেকে ক্যালসিয়াম কমে যায়। শক্তিশালী হাড়ের জন্য ক্যালসিয়াম খুব জরুরি। ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় দ্রুত ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং এতে অস্টিওপরোসিস রোগের ঝুঁকি বাড়ে।এ ছাড়া অতিরিক্ত লবণ খাওয়া শরীরের জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ; স্থূলতা ও অ্যাজমার ঝুঁকি বাড়ায়। তাই লবণ কম খাওয়ার পরামর্শই দেন চিকিতসাবিদরা।

একটি ছবির জন্য ৮ কোটি দাবি করছেন কারিনা

বলিউড তারকা কারিনা কাপুরের সর্বশেষ ছবি ”গুড নিউজ” মুক্তি পায় গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর। পরিচালক রাজ মেহতার এই ছবিতে কারিনা ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, দিলজিত দোসাঞ্জ, কিয়ারা আদভানি প্রমুখ। আয়ের দিক থেকে সালমান খানের দাবাং থ্রি-কেও পেছনে ফেলে দিয়েছে কারিনা-অক্ষয়ের এই ছবি। এরপর থেকে কারিনাকে পেতে বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছে নির্মাতাদের ! একাধিক সংবাদমাধ্যম বলছে, বলিউডের প্রখ্যাত পরিচালক রাজকুমার হিরানীর পরবর্তী ছবিতে অভিনয়ের কথা রয়েছে সাইফ পত্নী কারিনা কাপুর খানের। এতে তার বিপরীতে শাহরুখের অভিনয়ের কথা শোনা যাচ্ছে। আর এজন্য কারিনা কাপুর খান চাইছেন আট কোটি রুপি !দীর্ঘদিন হিটের মুখ দেখেননি শাহরুখ। যদি শেষ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক এগোয়, তা হলে এই ছবি দিয়েই হয়তো কামব্যাক হবে শাহরুখের। তবে কারিনার এই বিপুল অংকের পারিশ্রমিকে প্রযোজকরা রাজি হবেন কি না, সেটাই এখ দেখার।এই মুহূর্তে একটি রেডিও শোতে নিয়মিত উপস্থাপন করছেন কারিনা কাপুর খান। সামনেই মুক্তি পেতে চলেছে কারিনা অভিনীত ”আংরেজি মিডিয়াম”। এ ছাড়া আমির খানের বিপরীতে ”লাল সিং চড্ডা”য় অভিনয় করছেন তিনি। সেখানেও বড়সড় অংকই হেঁকেছেন বেবো। যদিও সে ছবির জন্য জীবনে প্রথম বার অডিশন দিতে হয়েছিল নায়িকাকে ! এ বার রাজকুমার হিরানির মতো পরিচালক আর শাহরুখ খানের মতো বড় নাম দেখেই কি পারিশ্রমিকের অংক এতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি ?

সলমনের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন পূজা হেগড়ে

২০২১-এর সলমনের ঈদের রিলিজের মুখ্য চরিত্রে কে আসছে তাই নিয়ে এতদিন জল্পনা ছিলই। অবশেষে খোলসা হল, সলমনের বিপরীতে দেখা যাবে পূজা হেগড়েকে। ঠিকই ধরেছেন মহেঞ্জোদারো খ্যাত পূজা হেগড়ে প্রথমবার জুটি বাঁধতে চলেছেন ভাইজানের সঙ্গে। কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে সলমন-পূজাকে।কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াওয়ালা জানিয়েছেন এই খবর। ফারহাদ সামঝি-র পরিচালনায় সলমন খান ও পূজা হেগড়ে রয়েছেন মুখ্য ভূমিকায়। সাজিদ বলেছেন, ”হাউসফুল ৪-এর পূজার সঙ্গে কাজ করার পর আমাদের মনে হয়েছে কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র জন্য পূজা একদম ঠিক।”তিনি আরও বলেন, ”সলমনের সঙ্গে একটা পূজার প্রথম ছবি, যা গল্পে একটা ঝকঝকে দিক নিয়ে আসবে। স্ক্রিনে অত্যন্ত ভাল এবং কাজের বিষয়ে ও ভীষণ সিরিয়াস।” একটি বিবৃতিতে সাজিদ নাদিয়াওয়ালা বলেছেন, কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র অক্টোবরে শুটিং শুরু হচ্ছে।তিনি লিখেছেন, ”জুড়ুয়া শুধুমাত্র সলমনের নয়, বলিউডের জন্যও প্রথম ঈদ রিলিজ। এমনকী আমার পরিচালনায় কিক-ও ঈদে মুক্তি পেয়েছিল। কভি ঈদ কভি দিওয়ালি-র বিষয় এবং ছবিটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১ এর জন্য ছবিটা করতে পেরে আনন্দিত।”

এনআরসি, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ সৌমিত্রর

সিএএ, এনআরসি, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে সই করলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন সৌমিত্র। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্ররা তাঁকে জানান, সিএএ-র বিরোধিতায় একটি বোর্ড করা হয়েছে সেখানে সই করতে। ছাত্রদের অনুরোধে সেই বোর্ড সই করেন তিনি। কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরোধিতা করেন সৌমিত্র। তাঁর মতে, ভারতের সর্বধর্মের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করছে ওই সব নীতি।

আবার আসতে চলেছে মিস্টার ইন্ডিয়া

কাল্ট ফিল্ম ”মিস্টার ইন্ডিয়া”কে নিয়ে ট্রিলজি তৈরির পরিকল্পনা করে ফেলেছেন পরিচালক আলি আব্বাস জাফর। এই সুপারহিরো ট্রিলজি প্রজেক্টের জন্য জি স্টুডিয়োর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তিনি। এই নতুন সুপারহিরো ইউনিভার্স তৈরির নেপথ্য কাহিনি লিখছেন আলি নিজেই। তাঁর নিজের কথায়, ’সকলের প্রিয় এই রকম একটা আইকনিক চরিত্র নিয়ে কাজ করার দায়িত্ব অনেক। স্ক্রিপ্টের প্রথম ড্রাফ ফাইনাল হওয়া এখনও বাকি।’ সেটা চূড়ান্ত হয়ে গেলেই শুরু হয়ে যাবে ছবির কাস্টিং, জানিয়েছেন আলি। এর আগে মিস্টার ইন্ডিয়ার চরিত্রে রণবীর সিংহ এবং মোগ্যাম্বোর চরিত্রে শাহরুখ খানের নাম উঠে এসেছিল বিভিন্ন জল্পনায়। শ্রীদেবীর জায়গায় ক্যাটরিনা কাইফের নামও শোনা যাচ্ছিল, যিনি এমনিতেই আলির বেশ পছন্দের। তবে পরিচালক নিজেই তাঁর টুইটে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কাস্টিং এখনও শুরুই হয়নি।মিস্টার ইন্ডিয়া” এমন একটি সিনেমা যেটি এক সময়ে সুপারহিট সিনেমার মধ্যে অন্যতম। এবার এই অন্যতম সিনেমা মিস্টার ইন্ডিয়ার ট্রিলজি তৈরী করার পরিকল্পনা করে ফেলেছে পরিচালক আলি আব্বাস জাফর।জি স্টুডিয়োর সাথে হাত মিলিয়েছেন তিনি সুপার হিরো ট্রিলজি বানানোর জন্য। এই প্রজেক্টেক জন্য কাহিনী লিখছেন পরিচালক নিজে খোদ। পরিচালক আলী জানান ,”সবার পছন্দের এমন একটা আইকনিক চরিত্র কে নিয়ে কাজ করা খুবই দায়িত্বসম্পূর্ণ। স্ক্রিপ্টের কাজ এখনও একটু বাকি আছে ,স্ক্রিপ্টের কাজ সম্পূর্ণ হলেই শুরু হবে ছবির ক্যাসিং এর কাজ। বেশকিছু দিন আগে শোনা গেছিল মিস্টার ইন্ডিয়ার চরিত্রে অভিনয় করবেন রণবীর সিংহ। মোগ্যাম্বোর চরিত্রে দেখা যাবে শাহরুখ খানের এবং শ্রীদেবীর চরিত্রে দেখা যাবে ক্যাটরিনা কাইফকে কিন্তু এই কথা শুধুই জল্পনা মাত্র। তবে পরিচালক টুইটারে স্পষ্ট করে লিখেছেন এখনও কাস্টিং এর তিনি দেখুন শুরু করেননি।

কারা কারা পাচ্ছেন পুরস্কার

গত বছরের মত এবারেও কোন রকম উপস্থাপিকা ছাড়াই হয়েছে অস্কারের অনুষ্ঠান। তবে উপস্থাপিকা না থাকলেও চোখ ধাঁধানো মঞ্চ সহ একাধিক তারকা কেনু রিবস, পেনলপি ক্রুজ, জেমস করদেন নজর কেড়েছেন সকলের। এবারের অস্কারের মঞ্চে ইতিহাস রচনা করল কোরিয়ান ছবি প্যারাসাইট। ওই ছবির চিত্রনাট্যকারের দখলে গিয়েছে অরিজিনাল স্ক্রিনপ্লে পুরস্কার। প্রথম বারের জন্য ইংরেজী সিনেমাকে হারিয়ে পুরষ্কার পেল কোরিয়ান সিনেমা।পাশাপাশি এই বছরে প্রথম অস্কার জিতলেন অভিনেতা ব্র্যাড পিট। এবারে কার দখলে যাবে এই পুরস্কার তা নিয়ে কলাকুশলী এবং দর্শকদের মধ্যেও ছিল চূড়ান্ত উন্মাদনা। আকর্ষণের তালিকাতে ছিল জোকার, প্যারাসাইট, ম্যারেজ স্টোরি, ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউডের মত ছবি।

সিদ্ধার্থ জেতায় খুশি নন সলমন, আর বিগবসে দেখা যাবে না সুপারস্টারকে

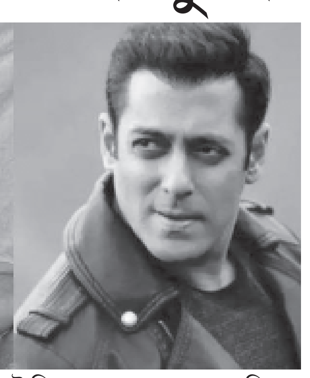

মুম্বই- টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো বিগবস ভাবাই যায় না সলমন খানকে ছাড়া। কিন্তু পরের সিজন থেকে নাকি সঞ্চালকের ভূমিকায় দেখা যাবে না তাঁকে। সলমনের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর অনুযায়ী, সলমনও মনে করছেন এবারের সিজনে সিদ্ধার্থ শুক্লাকে জেতানোর জন্য পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে।বিগবস ১৩-র বিরুদ্ধে একাধিকবার পক্ষপাতিত্বর অভিযোগ উঠেছে। এমনকী, এই শোয়ের প্রাক্তন সদস্যরাও বলেছেন সিদ্ধার্থ শুক্ল যে জয়ী হবেন তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এবার সেই একই অভিযোগ নাকি সলমনের তরফ থেকেও। উইকেন্ড কা বার-এও এই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন সলমন।পিঙ্কভিলার কাছে সলমনের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানাচ্ছেন, সলমন খান মনে করছেন এবারের গোটা সিজন জুড়ে সিদ্ধার্থ শুক্লার জেতানোর জন্য পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। এমনকী, সিদ্ধার্থকে বিজেতা ঘোষণা করা নিয়ে নাকি চ্যানেলের উপরেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সুপারস্টার। আর তাই ১২ টা বেজে যাওয়ার পরে বিজেতা কে, তা ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাই সলমন পরের সিজন থেকে এই শোয়ের অংশ হবেন না।তবে এই প্রথম নয়। এর আগেও শোনা গিয়েছিল, সলমন খান এই শোয়ের অংশ থাকতে চান না। তবে সিদ্ধার্থ শুক্লার জয় নিয়ে খুশি নন অনেকেই। এমনকী, কালার্স টিভিরই এক কর্মী ফেরিহাও দাবি করেন আসিম ও সিদ্ধার্থ একই পরিমাণ ভোট পেলেও সিদ্ধার্থকেই জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও কালার্স টিভি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং জানিয়েছে ওই তরুণী তাদের সংস্থার অংশ নন।

শরীরে বিভিন্ন জায়গার তিলের মাহাত্ম্য

তিল নিয় জ্যোতিষ বিজ্ঞান বলছে, শরীরে বিভিন্ন জায়গায় তিলের মাহাত্ম্য ভিন্ন। কোনওটি শুভ। আবার কোনওটি অশুভ। জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত। খনার বচনেও তিলতত্ত্বের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়, পুরুষের শরীরে ডান দিকে ও মেয়েদের শরীরে বাঁ দিকে তিল থাকা শুভ।কোনও ব্যক্তির শরীরে ১২টির বেশি তিল থাকলে তা অশুভ ইঙ্গিত দেয়। অজীবনে সুখ-শান্তি থাকে না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। পদে পদে অর্থকষ্টে পড়তে হয়। আপনার ভ্রু-তে তিল আছে? খেয়াল করে দেখুন। ডান ভ্রুতে তিল থাকলে দাম্পত্য জীবন ভালো হয়।বাঁ ভ্রুতে তিল থাকলে দাম্পত্য কলহ বাঁধে। তবে ভ্রু-তে তিল থাকার একটি শুভ লক্ষণ হল, এঁরা প্রায়ই ভ্রমণ করেন।মাথার মাঝখানে তিল থাকা ভালোবাসার প্রতীক। ডান দিকে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি কোনও একটি বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। যাঁদের মাথার বাঁ দিকে তিল আছে তাঁরা অর্থের অপচয় করেন। মাথার ডান দিকের তিল ধন ও বুদ্ধির চিহ্ন। বাঁ দিকের তিল নিরাশাপূর্ণ জীবনের ইঙ্গিত দেয়। যাঁদের চোখের মণিতে তিল থাকে, তাঁরা ভাবুক হন এবং সৃষ্টিশীল হন। ডান চোখের মণিতে তিল থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিচারধারা উচ্চমার্গের হয়।চোখে পাতায় তিল আছে? যদি ডান পাতায় তিল থাকে, তাঁরা অনেক বেশি সংবেদনশীল হন।কানে তিল থাকা ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হন। স্ত্রী বা পুরুষের মুখমণ্ডলের আশপাশে তিল থাকলে, তাঁরা সুখী ও ভদ্র হন। মুখে তিল থাকলে ব্যক্তি ভাগ্যে ধনী হন। তাঁর জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী খুব সুখী হন। নাকে তিল থাকলে ব্যক্তি প্রতিভাবান হন এবং সুখী হন। যে নারীর নাকে তিল রয়েছে তাঁরা সৌভাগ্যবতী হন। যাদের ঠোঁটের উপরের দিকে তিল রয়েছে তাদের হৃদয় ভালোবাসায় ভরপুর। এঁদের যৌনইচ্ছে প্রবল হয়। তবে তিল ঠোঁটের নীচে থাকলে সে ব্যক্তির জীবনে দারিদ্র্য থাকে। গালে লাল তিল থাকা শুভ। বাঁ গালে কালো তিল থাকলে, ব্যক্তি নির্ধন হয়। কিন্তু ডান গালে কালো তিল থাকলে তা ব্যক্তিকে ধনী করে।ডান কাঁধে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি দৃঢ়চেতা।আবার যাদের বাঁ কাঁধে তিল থাকে তারা অল্পেই রেগে যান। গালে লাল তিল থাকা শুভ। বাঁ গালে কালো তিল থাকলে, ব্যক্তি নির্ধন হয়। কিন্তু ডান গালে কালো তিল থাকলে তা ব্যক্তিকে ধনী করে।ডান কাঁধে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি দৃঢ়চেতা।আবার যাদের বাঁ কাঁধে তিল থাকে তারা অল্পেই রেগে যান।

যার হাতে তিল থাকে তারা চালাক-চতুর হন। ডান হাতে তিল থাকলে, তারা শক্তিশালী হন। আবার ডান হাতের পিছনে তিল থাকলে তারা ধনী হয়ে থাকেন। বাঁ হাতে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি অনেক বেশি টাকা খরচ করেন। আবার বাঁ হাতের পিছনের দিকে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি কৃপণ প্রকৃতির হন।যে ব্যক্তির ডান বাহুতে তিল থাকে তারা প্রতিষ্ঠিত ও বুদ্ধিমান। বাঁ বাহুতে তিল থাকলে ব্যক্তি ঝগড়াটে স্বভাবের হন। তাঁ বুদ্ধিতে খারাপ বিচার থাকে। যাদের তর্জনীতে তিল থাকে তারা বিদ্বান, ধনী এবং গুণী হয়ে থাকেন। তবে তারা সব সময় শত্রুদের কারণে সমস্যায় থাকেন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তিল থাকলে ব্যক্তি কর্মঠ, সদ্ব্যবহার এবং ন্যায়প্রিয় হন। মধ্যমায় তিল থাকলে ব্যক্তি সুখী হন। তার জীবন কাটে শান্তিতে।যে ব্যক্তির কনিষ্ঠায় তিল রয়েছে তারা ধনী হলেও জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। যাঁর অনামিকায় তিল থাকে, তাঁরা জ্ঞানী, যশস্বী, ধনী ও পরাক্রমী হন।যে স্ত্রীর থুতনিতে তিল থাকে তিনি সহজে মেলামেশা করতে পারেন না। এরা একটু রুক্ষ স্বভাবের হন। গলার সামনের দিকে তিল থাকলে ব্যক্তির বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবের আনাগোনা লেগে থাকে। গলার পিছনে তিল থাকলে সেই ব্যক্তি কর্মঠ হয়।যে ব্যক্তির কোমরে তিল থাকে, তার জীবনে সমস্যার আনাগোনা লেগেই থাকে। ডান দিকের বুকে তিল থাকা শুভ। এমন স্ত্রী খুব ভালো হয়। পুরুষ ভাগ্যশালী হয়। বা দিকের বুকে তিল থাকলে স্ত্রীপক্ষের তরফে অসহযোগিতার সম্ভাবনা থাকে। বুকের মাঝখানের তিল সুখী জীবনের সঙ্কেত দেয়। যে জাতকের পায়ে তিল রয়েছে তারা অনেক ভ্রমণ করেন। যে ব্যক্তির পেটে তিল আছে তারা খুব খাদ্যরসিক হয়। মিষ্টি তাদের অত্যন্ত প্রিয়।

জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে দেয় ৩ টি খাবার

জয়েন্টে ব্যথা বেশ প্রচলিত একটি সমস্যা। আর্থাইটিস ও গাউট জয়েন্টে ব্যথা হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ। এ ছাড়া মাসেল স্ট্রেইনস, লিউকেমিয়া, বুরসাইটিস ইত্যাদি সমস্যার কারণে জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই জয়েন্টের ব্যথা হলে এ খাবারগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে তোলে এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট টপ টেন হোম রেমেডি।১. প্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসপ্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসের মধ্যে রয়েছে পিউরিন নামের প্রোটিন। এটি গাউটের লক্ষণকে বাড়িয়ে তোলে।এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন কিছু বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেগুলো প্রদাহ বাড়িয়ে তোলে। এমনকি মাংস খেলেও শরীরের প্রদাহ বাড়ে। তাই জয়েন্টে ব্যথা হলে এ ধরনের খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভালো।২. পরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিপরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিতে এজিইএস নামে বিষাক্ত উপাদান থাকার কারণে এটি প্রদাহ বাড়ায়। পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্যালরি থাকার কারণে এটি ওজনকেও বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত ওজন জয়েন্টের ওপর চাপ ফেলে এবং ব্যথা বাড়ায়।৩. পরিশোধিত লবণপরিশোধিত লবণকে টেবিল সল্টও বলা হয়। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। বিশেষ করে আপনি জয়েন্টের ব্যথায় ভুগে থাকলে এটি কম পরিমাণে খাওয়াই ভালো।এ ছাড়া পরিশোধিত লবণের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিডিটিভ ও রাসায়নিক। এগুলো শরীরের তরলের ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পরিশোধিত এর বদলে পিংক সল্ট বা সি সল্ট খেতে পারেন।

ফিরছে অক্ষয়-ভূমি জুটি

বছর কয়েক আগে ”টয়লেট এক প্রেম কথা” ছবিতে দর্শকের মন কেড়েছিল অক্ষয় কুমার-ভূমি পেডনেকর জুটি। তারপর থেকে এই দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একসঙ্গে পর্দায় আর দেখা যায়নি। এবার বোধহয় সেই খরা কাটতে চলেছে। তবে এবার ছবির প্রধান চরিত্র ভূমি। তাঁকে যে চরিত্রে দেখা যাবে তার নাম দুর্গাবতী। চরিত্রের নামেই ছবির নাম- ”দুর্গাবতী”। ছবিটি একটি স্কেয়ারি থ্রিলার।সম্প্রতি ”দুর্গাবতী” ছবির কথা টুইটারে ঘোষণা করেছেন অক্ষয় কুমার। সেখানে প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁকে ও ভূমিকে দেখা গিয়েছে। অক্ষয়ের হাতে যে প্ল্যাকার্ডটি রয়েছে, সেখানে লেখা আছে ”প্রেজেন্টার”। আর ভূমির হাতে যেটি রয়েছে, সেখানে লেখা ”হিরো”। অর্থাত দুর্গাবতীর ভূমিকায় দেখা যাবে ভূমিকে। ছবিটি পরিচালনা করবেন অশোক। পরের বছর জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে শুরু হবে ছবির শুটিং।ভূমি পেডনেকর এখন ”পতি পত্নী অওর উয়ো” ছবির প্রোমোশনে ব্যস্ত। ৬ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে ছবিটি। ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন কার্তিক আরিয়ান ও অনন্যা পাণ্ডে। ১৯৭৮ সালের ”পতি পত্নী অওর উয়ো” ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছবিটিকেই এ যুগের মতো করে বানিয়েছেন পরিচালক মুদ্দাসর আজিজ। অন্য দিকে অক্ষয় কুমারের ছবি ”গুড নিউজ” মুক্তি পাবে ২৭ ডিসেম্বর। শুক্রাণুর অদলবদল নিয়ে দুই পরিবারের গল্প উঠে এসেছে ছবিতে। ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে ”গুড নিউজ”। এই ছবিতে অক্ষয়ের বিপরীতে অভিনয় করেছেন করিনা কাপুর খান।

বাবা-মেয়ের নিখাদ সম্পর্কের চিত্রনাট্য ”আংরেজি মিডিয়াম”

বৃহস্পতিবারই ইরফান খান ও রাধিকা মাদানের ”আংরেজি মিডিয়াম”-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে আনলেন নির্মাতারা। করিনা কাপুর খান, দীপক দোবরিয়াল, ডিম্পল কপাডিয়া, রণবীর শোরে, পঙ্কজ ত্রিপাঠী এবং কিকু শারদা অভিনীত এই ছবিতে ইরফান খান ও রাধিকা মাদানের মিষ্টি সম্পর্কের কথাই বলা হয়েছে। ২০১৭ সালে তৈরি ”হিন্দি মিডিয়াম” ছবির সিক্যুয়েল ”আংরেজি মিডিয়াম”।মেয়ের স্বপ্নপূরণের জন্য যে কোনও কিছু করতে রাজি বাবা। ইরফান ও দীপক পর্দায় হাসির ঝড় তুলবেন, যেখানে করিনা কাপুর ও ডিম্পল কিছুক্ষণের পর্দায় উপস্থিতি দর্শকের নজর কাড়বে।”আংরেজি মিডিয়াম”-এ প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করছেন ইরফান খান ও করিনা কাপুর খান। পূর্বে আইএএনএস-কে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে করিনা বলেছিলেন, তিনি এই প্রজেক্টটি নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত।করিনা বলেছিলেন, ”ইরফান মহীরুহ, প্রত্যেকেটা খানের থেকে অনেক ভাল অভিনেতা এবং তিনি আমার কাছে সবথেকে বড় খান। সুতরাং, ইরফানের সঙ্গে অভিনয় করলে আমার অভিনয়ের মাত্রা বাড়াতে হবে। জানি ছোট চরিত্র, কিন্তু সেটা বিষয় নয়। আমি জানি, কতটা উত্তেজিত এবং সত্যিই মুখিয়ে রয়েছি কবে শুরু হবে কাজটা।”হোমি আদাজানিয়ার পরিচালনায় ২০ মার্চ মুক্তি পাচ্ছে ”আংরেজি মিডিয়াম”।

শারীরিক সমস্যা ডেকে আনছে মোবাইল

মোবাইলের ফাঁদে বন্দি প্রায় সকলেই। তবে মুক্তির পথও কিন্তু আপনার হাতেই...এমন বাড়ির দৃশ্য খুব অস্বাভাবিক নয়, যেখানে একই ঘরে মা, বাবা, ছেলেমেয়ে সকলেই উপস্থিত। কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। সকলেই যে যার ফোনে ব্যস্ত। এমনকি বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য হাতে ফোন ধরিয়ে দেওয়াটাও যেন দস্তুর হয়ে গিয়েছে। খেতে খেতে ফোন, হাঁটতে হাঁটতে কানে গান, শুয়ে শুয়ে চোখের সামনে সিনেমা... ইন্দ্রিয় বুঁদ হয়ে আছে মুঠোফোনের মায়ায়। অতিরিক্ত মোবাইলের ব্যবহার কি অজান্তেই অসুখ ডেকে আনছে? তার জন্য আগে ভাল করে জানতে হবে মোবাইলের খুঁটিনাটি।

মঙ্গলবার থেকে গোটা রাজ্যে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। ছবি- নিজস্ব।

মোদী সকাশে কেজরিওয়াল, দিল্লি-হিংসা এবং করোনা নিয়ে বিশদে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইভাবে উদ্বিগ্ন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসার পাশাপাশি কেন্দ্র ও কেজরিওয়াল সরকারকে আরও বেশি উদ্বিগ্ন করেছে করোনাভাইরাস-এর হানাঊ এমতাবস্থায় মঙ্গলবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মোদী ও কেজরিওয়ালের মধ্যে প্রায় ৩০ মিনিট ধরে বৈঠক হয়।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি, দিল্লি-হিংসায় জড়িত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও করোনাভাইরাস-এর বিরুদ্ধে আমাদের একসঙ্গেই কাজ করতে হবে, এটাও প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছে।'
উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসা ও গুজব রুখতে দিল্লি পুলিশ কতটা সফল হয়েছে সে প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'রবিবার রাতে গুজব ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে দিল্লি পুলিশ।
এ জন্য পুলিশকে অভিনন্দন। হিংসা শুরু হওয়ার আগেও একই দক্ষতার সঙ্গে পুলিশ যদি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারত, তাহলে বহু মানুষের প্রাণ বেঁচে যেত।'
প্রসঙ্গত, নতুন করে দুই করোনা-আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে ভারতেঊ তাঁদের মধ্যে একজন দিল্লিতে।

'কর্মসাথী' প্রকল্পে ১ লক্ষ যুবকযুবতীকে ব্যবসায়িক ঋণ দেবে পঃবঙ্গ সরকার

কালিয়াগঞ্জ, ৩ মার্চ (হি.স.) : 'কর্মসাথী' প্রকল্পের আওতায় বেকারদের ঋণ দেবে রাজ্য সরকার ঊ মঙ্গলবার মালদার কালিয়াগঞ্জের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা 'কর্মসাথী' প্রকল্পের আওতায় এক লক্ষ যুবকযুবতীকে ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য মাথাপিছু ঋণ বাবদ ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেবে রাজ্য সরকার।
মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে প্রশাসনিক সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।কালিয়াগঞ্জ উপনির্বাচনে জয়ের পর এই প্রথম সেখানে প্রশাসনিক সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী ।আজকের সভায় কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন মমতা বন্দোপাধ্যায় ।এ দিনের সভায় মমতা বলেন, 'কর্মসাথী' প্রকল্প বাবদ অর্থ সাহায্যে ছোট মাপের ব্যবসা চালু করতে পারবেন কর্মহীন নবীনরা। এর জন্য 'কর্মসাথী' প্রকল্পের আওতায় এক লাখ ছেলেমেয়েকে ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য মাথাপিছু ঋণ বাবদ ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেবে রাজ্য সরকার। সেইসঙ্গে বেকারদের সাহায্যার্থে উত্তর দিনাজপুরে ৮টি কর্মতীর্থ হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
উল্লেখ্য, ২০২০ সালের রাজ্য বাজেটে 'কর্মসাথী' প্রকল্পের প্রস্তাব করেছিলেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। এই প্রকল্পে সহজ প্রক্রিয়ায় ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় কর্মহীন তরুণদের।
এ ছাড়াও এ দিন তফশিলি জাতিভুক্তদের জন্য 'জয় বাংলা' প্রকল্প ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পে মাথাপিছু ১০০০ টাকা পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, প্রার্থীরা বিডিও অফিসে আবেদন করলেই মিলবে পেনশন। এ ছাড়া সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিতা পরিষেবা পাওয়া যাবে বলেও তফশিলি জাতিভুক্তদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
এ দিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'জয় বাংলা' প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তফশিলি জাতির জন্য এই প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ছিল ঊ আজ সাধারণ পুলিশ আধিকারিকদের পাশাপাশি পুরো অনুষ্ঠান এবং প্রশাসনিক বৈঠকে নজর রাখতে ছিল জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। এছাড়াও স্নিফার ডগসহ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একাংশ মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থান থেকে শুরু করে আসা যাওয়ার সম্ভাব্য রাস্তায় নজরদারি চালায়। গতকাল রাত থেকে বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয় নাকা চেকিং।

আগামী ২৫ এপ্রিল শ্রীলঙ্কার সাধারণ নির্বাচন, রাজাপক্ষের ক্ষমতায় ফেরার ইঙ্গিত

কলোম্বো, ৩ মার্চ (হি.স.): আগামী ২৫ এপ্রিল শ্রীলঙ্কার সাধারণ নির্বাচন। ২২৫ আসনের শ্রীলঙ্কার সাধারণ নির্বাচনের নির্ঘন্ট অনুযায়ী আগামী ১২ মার্চ থেকে শুরু হবে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার কাজ ।চলবে ১৯ মার্চ দুপুর ১২টা পর্যন্ত ।২৫ এপ্রিল নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ১৪ মে থেকে পুনরায় কার্যকর হবে পার্লামেন্ট ।
বর্তমানের অন্তবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে এর আগেও দু''বার শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট ও তিন বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ।এবারের নির্বাচনেও মাহিন্দা রাজাপক্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন বলেই মনে করছেন সেদেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ ।
এদিকে সাধারণ নির্বাচনের আগে গতকালই সেদেশের কার্যকরী পার্লামেন্টকে ভেঙে দিলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে ।গত বছরের নভেম্বরে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন রাজাপক্ষে । এরপরই দ্বীপরাষ্ট্রের অন্তবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ভাই মাহিন্দা রাজাপক্ষেকে নিয়োগ করেছিলেন তিনি ।
শ্রীলঙ্কার সংবিধান অনুসারে, পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সাড়ে চার বছরের পর ভেঙে দেওয়া যেতে পারে পার্লামেন্ট ।বর্তমানে পার্লামেন্টে বিরোধীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও দেশের সংবাদমাধ্যমগুলি মনে করছে রাজাপক্ষের শিবিরই ক্ষমতায় আসবে ।

ফের দিল্লির ঘটনার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মমতা

কালিয়াগঞ্জ, ৩ মার্চ (হি.স.) : কালিয়াগঞ্জের জনসভা থেকে ফের দিল্লির ঘটনার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ মঙ্গলবার মালদার কালিয়াগঞ্জের জনসভা থেকে দিল্লির হিংসা নিয়ে কেন্দ্রের নীরবতা নিয়ে সরব হয়ে তিনি বলেন, 'দিল্লির হিংসা নিয়ে কেন্দ্র ক্ষমা চায়নি ।বাংলাকে দিল্লি হতে দেব না ।'চারদিনের গৌড়বঙ্গ সফরে গতকাল মালদায় পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী ।আজ দুপুরে মালদা থেকে হেলিকপ্টারে কালিয়াগঞ্জ পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মালদার কালিয়াগঞ্জে সরকারি সভা থেকে একাধিকবার বিজেপিকে আক্রমণ করেন মমতা ।এ দিন নিজের ভাষণে দিল্লির হিংসা সম্পর্কে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বলেন, 'বিজেপির কথায় ভুলবেন না। দিল্লিতে যা হয়, বাংলায় তা হয় না।'মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'মানুষের উপরে অত্যাচার করতে দেব না। বাংলা থেকে একজনকেও তাড়াতে দেব না। দিল্লিতে যা হয়, বাংলায় তা হয় না। দিল্লির ঘটনায় আমি দুঃখিত, বাংলায় এসব হয় না।'
এদিনের প্রশাসনিক সভা থেকে সিএএ, এনআরসি ও এনআরপি নিয়ে আজ আরও একবার নিজের অবস্থান সাফ করে দেন মুখ্যমন্ত্রী । বলেন, 'ভোট দিয়ে আমরা জনপ্রতিনিধি তৈরি করি। তারপরও নতুন কাগজ দেখতে হবে। এটা মানা যাবে না।

করোনাভাইরাস : সংক্রমণ ঠেকাতে কর্মীদের ঘরে বসে কাজ করার আহ্বান টুইটারের

সান ফ্রান্সিসকো, ৩ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটার তার কর্মীদের ঘরে বসে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে বিবিসি। খবরে প্রকাশ, একটি ব্লগ পোস্টে টুইটার জানায়, প্রতিষ্ঠানটির হংকং, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মীদের ঘরে বসে কাজ করা বাধ্যতামূলক।
প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বজুড়ে তাদের পাঁচ হাজার কর্মীকে কর্মক্ষেত্রে না এসে ঘরে বসে কাজ করতে প্রবলভাবে উৎসাহ দিয়েছে। এর আগেই টুইটার খুব জরুরি না হলে অনুষ্ঠান বা ব্যবসার কাজে কর্মীদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে টুইটার।পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের রাজধানী অস্টিনে অনুষ্ঠেয় মিডিয়া সম্মেলনও বাতিল বলে ঘোষণা করে টুইটার। টুইটার ছাড়াও ফেসবুক, গুগলের মতো শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় তাদের মিডিয়া সম্মেলন বাতিল করেছে।

অধীর চৌধুরির দিল্লির বাসভবনে দুষ্কৃতী হামলা, তদন্তে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.) : লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা অধীর চৌধুরির দিল্লির বাসভবনে দুষ্কৃতী হামলা । মঙ্গলবার বিকেলে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে খবর ঊ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
মঙ্গলবার হামলা ঘটনা ঘটল লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা অধীর চৌধুরির দিল্লির বাসভবনে ঊ অধীর চৌধুরির অভিযোগ, বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তিলক মার্গ পুলিশ স্টেশনের হুমায়ুন ছয়ের পাতায়

অধীর চৌধুরীর বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা সোমেন মিত্রর

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.) : সংসদে অধীর যে ভাবে দিল্লির দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তার বদলা নিতেই এই কাপুরুষতা বলে আমরা মনে করছি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র।সোমেনবাবু বলেন, "দিল্লির আইন শৃঙ্খলার অবস্থা এমনই যে লোকসভার কংগ্রেস দলের নেতার বাড়িতেও দুষ্কৃতীরা অবাধে আক্রমণ করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় এসে বাংলায় সরকার গড়ার কথা বলছেন কিন্তু দেশের রাজধানীর এই ভয়াবহ অবস্থার কথা নিয়ে দেশের মানুষকে আশ্বস্ত করছেন না। আমরা অবিলম্বে অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। আগামীকাল এই ঘৃণ্য হামলার প্রতিবাদে কংগ্রেস এবং শাখা সংগঠনের কর্মীরা সব জেলায় ধিক্কার দিবস পালন করবে বলেও জানান সোমেনবাবু।

করোনা-সংক্রমণে চিনে মৃত্যু বেড়ে ২,৯৪৩, আমেরিকায় মৃত ৬

চিন, ৩ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত আরও ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে চিনে। অধিকাংশেরই মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে। নতুন করে ৩১ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা ২ হাজার ৯৪৩-তে গিয়ে ঠেকেছে। মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত থাকলেও, সংক্রমণের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেকটাই কমেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে চিনে আরও ১২৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সে দেশের ন্যাশনাল হেল্‌থ কমিশন।
চিনের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশে হু হু করে বাড়ছে করোনা-আতঙ্ক। এই মুহূর্তে করোনায় আক্রান্ত দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, ইরান, আমেরিকা, ফ্রান্স ও থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ। ভারতেও করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত মোট ৫ জন। সবমিলিয়ে গোটা বিশ্বে এখন করোনা-হানায় ত্রাসের পরিবেশ। আমেরিকায় নভেল করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৬ জনের। ইতালিতেও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা।

দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনা-আতঙ্ক মৃত্যু বেড়ে ২৮ সংক্রমিত ৪,৮১২ জন

সিওল, ৩ মার্চ (হি.স.): চিনের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণ। দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতি দিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণ। করোনায় আক্রান্ত হয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় আরও ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। ফলে মৃত্যুর সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে ২৮-এ। নতুন করে ৬০০ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে। সবমিলিয়ে সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ৮১২।
মঙ্গলবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬০০ জন। গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৪,৮১২ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৬ জন, মৃতের সংখ্যা ২৮-এ পৌঁছেছে।

সর্বাগ্রে দেশ, উন্নয়নই আমাদের মন্ত্র : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): দেশই সর্বাগ্রে, তারপর দলঊ দেশে শান্তি ও একতা অত্যন্ত জরুরি! মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সংসদীয় পার্টির বৈঠকে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ এদিন সংসদীয় পার্টির বৈঠকে একটু বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রীঊ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দেশে শান্তি ও একতা অত্যন্ত জরুরিঊ সর্বাগ্রে দেশ, তারপরই দলঊ সবকা সাথ, সবকা বিকাশ অত্যন্ত জরুরিঊ এছাড়াও উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে বিরোধী দলগুলিকে তীব্র আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কিছু দল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের স্বার্থ নিয়ে খেলা করছেঊ প্রধানমন্ত্রীর মতে, উন্নয়নের জন্য শান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতি থাকা অত্যন্ত জরুরি।
মঙ্গলবার সকালে সংসদের গ্রন্থাগার ভবনে বৈঠকে বসে বিজেপির সংসদীয় দলঊ ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়কড়ি, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা প্রমুখঊ সংসদীয় পার্টির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কিছু দল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের স্বার্থ নিয়ে খেলা করছেঊ কিন্তু বিজেপির কাছে সর্বাগ্রে দেশ, তারপরই দল।
বৈঠক শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি জানিয়েছেন, সংসদীয় পার্টির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জাতীয় স্বার্থে আমরা এখানে আছিঊ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সর্বাগ্রে দেশ এবং উন্নয়নই আমাদের মন্ত্রঊ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন উন্নয়নের জন্য শান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতি থাকা অত্যন্ত জরুরি।

কোভিড ১৯ : পাকিস্তানে পঞ্চম আক্রান্তের সন্ধান, জারি উচ্চ সতর্কতা

ইসলামাবাদ, ৩ মার্চ (হি.স.): ফের করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল পাকিস্তানেঊ মঙ্গলবার পাকিস্তানে করোনাভাইরাসে পঞ্চম আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছেঊ সতর্কতা জারি থাকা সত্ত্বেও, সংক্রমণ বাড়ছে পাকিস্তানেঊ স্বাস্থ্য বিষয়ক পাক প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ড: জাফর মির্জা জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানে কোভিড ১৯-এ পঞ্চম আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেলথ জানিয়েছেন, গিলগিট বালতিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে ৪৫ বছর বয়সি একজন মহিলার শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া গিয়েছেঊ কিছুদিন আগেই ওই মহিলা ইরান থেকে ফিরেছিলেনঊ ওই মহিলার চিকিতা চলছেঊ প্রসঙ্গত, পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করাচিতে দু'জন, ফেডেরাল এলাকায় দু'জন এবং ইসলামাবাদে একজনের শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া গিয়েছেঊ পাকিস্তানে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বাড়তে থাকায় উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মানকাচরের দিয়ারায় সড়ক দুর্ঘটনায় হত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, আহত এক

মানকাচর (অসম), ৩ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দিয়ারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। একই ঘটনায় অন্য এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করলে ডাক্তাররা চিকিৎসা শুরু করেছেন।
।না গেছে, জেলার অন্তর্গত মানকাচর থানা এলাকার কুকুরমারার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক ওয়াদুদ-উল ইসলাম (৬৪) ট্যানরের নীচে পড়ে মারা গেছেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল রশিদের সঙ্গে সোমবার রাতে একটি মটর বাইকে চড়ে দিয়ারা বাজার থেকে কুকুরমারায় তাঁর বাড়িতে আসছিলেন ওয়াদুদ-উল ইসলাম। কিন্তু রাস্তায় বিপরীত দিক থেকে, অর্থাৎ হাটশিঙিমারি থেকে মানকাচর অভিমুখী একটি টর্যাক্টরের সঙ্গে আব্দুল রশিদের মটর বাইকের ধাক্কা লাগে। টর্যাক্টরের ধাক্কায় বাইক নিয়ে দুজনেই নীচে পড়ে যান। এদিকে বাইককে ধাক্কা মেরে ট্র্যাক্টর নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চালক। তখন খানিক আহত অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক ওয়াদুদ-উল ইসলাম মটর সাইকেল তুলে তা নিয়ে টর্যাক্টরের পিছনে ধাওয়া করেন।
দিয়ারা বাজার থেকে কিছু আগে টর্যাক্টরকে অতিক্রম করে তার সামনে গিয়ে ওয়াদুদ-উল ইসলাম কোনওভাবে মটর বাইকে ব্রেক কষেন। ইত্যবসরে টর্যাক্টরটি তাঁকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে চাকা দিয়ে পিষে দেয়। ফলে ঘটনাস্থলেই প্রধানশিক্ষক ইসলাম মারা যান। এদিকে ওয়াদুদ-উল ইসলামকে মেরে টর্যাক্টর নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। অন্যদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে মানকাচর থানার পুলিশ। পুলিশ অফিসার প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে ওয়াদুদ-উল ইসলামের মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। মঙ্গলবার সকালে মৃতদেহটি ধুবড়ি অসামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে ঘাতক ট্র্যাক্টরের চালককে পাকড়াও করতে অভিযান চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

উদ্ধবের বাসভবনের কাছে গ্রেফতার কুখ্যাত দুষ্কৃতী, বাজেয়াপ্ত পিস্তল-কার্তুজ

মুম্বই, ৩ মার্চ (হি.স.): মুম্বই পুলিশের অপরাধ-দমন শাখার জালে ধরা পড়ল কুখ্যাত একজন দুষ্কৃতী। ধৃত দুষ্কৃতীর নাম-ইরশাদ খান। সোমবার রাতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বাসভবনের (মাতোশ্রী) কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে কুখ্যাত দুষ্কৃতী ইরশাদ খানকে। ধৃত দুষ্কৃতীর হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি দেশীয়-পিস্তল এবং ৭ রাউন্ড কার্তুজ। মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, মুম্বই এবং গুজরাটে চুরি এবং খুন-সহ একাধিক অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় জড়িত ইরশাদ।
মুম্বই পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার রাতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বাসভবনের (মাতোশ্রী) কাছে ঘুরছিলেন ইরশাদ খান। সেই সময় ইরশাদকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত দুষ্কৃতীর হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি দেশীয়-পিস্তল এবং ৭ রাউন্ড কার্তুজ।

শিশুআলয়" রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্প, সু-সংহত শিশুবিকাশ নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমন শশী পাঁজার

দুর্গাপুর, ৩ মার্চ (হি. স.) : "২০১৪ সালের পর ২০১৯ সালের কেন্দ্র সরকার অনেক খাতে দায়িত্ব ক্রমাগতভাবে কমিয়ে দিয়েছে। শিশু ও প্রসুতিদের খাদ্যে বরাদ্দ, কর্মীদের বেতন কমিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত বৈষম্য দেখতে পাচ্ছি।" মঙ্গলবার কাঁকসায় লালবাবা ময়দানে রাজ্য শিশুআলয় দিবস উদযাপনে এসে কেন্দ্রসরকারকে এভাবে আক্রমন করলেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যানমন্ত্রী শশী পাঁজা। পাশাপাশি শিশু আলয়ের মতো ইসিসিই সেন্টার অন্য কোন রাজ্যে অগ্রগতি নেই বলে দাবী করেন তিনি।
উল্লেখ্য মঙ্গলবার কাঁকসার লালবাবা ময়দানে ২০১৯ সালের পঞ্চম বার্ষিক শিশুআলয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন রাজ্যজুড়ে ২৭৪৯০ টি নতুন "শিশুআলয়" উদ্বোধন হয়। যার মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান জেলার ৫৪০ টি ও পুর্ব বর্ধমান জেলার ২০২০ টি। এছাড়াও আসানসোলে দত্তক সেন্টারের উদ্বোধন হয়। এবং অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলি নজরদারির জন্য এডব্লুউসি অ্যাপের উদ্বোধন করেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যানমন্ত্রী শশী পাঁজা। তাতে জিপিএস সিস্টেমের মোবাইল থাকবে সুপারভাইজার ও তার উর্ধতন আধিকারিকের কাছে। অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারের পরিকাঠামো, খাবারের মান, শিশু ও প্রসুতিদের হাজিরার খতিয়ে দেখে ওই অ্যাপে তুলবেন। ঘাটতি থাকলে দ্রুত ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। অর্থাৎ ওই অ্যাপের মাধ্যমে চলবে নজরদারি।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইসিডিএসের অধিকর্তা রচনা ভকত, পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী, পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক বিজয় ভারতী প্রমুখ। শিশু অপুষ্টি কমানোয় প্রথম হয় কালিম্পঙ জেলা। ওই জেলার হাতে শিরোপা স্মারক ছয়ের পাতায়

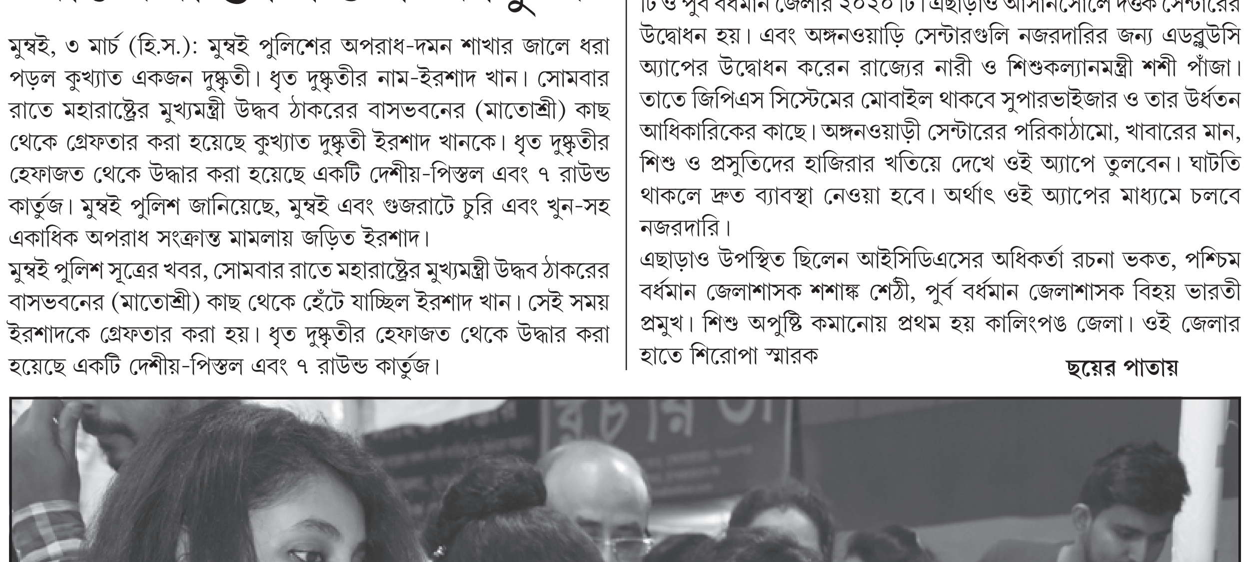

মঙ্গলবার বইমেলা প্রাঙ্গণে বই পড়ুয়াদের ভীড়। ছবি- নিজস্ব।

অমিত শাহের আগামী কর্মসূচি নিয়ে রাজ্য বিজেপির নেতাদের অপদার্থ বললেন ফিরহাদ

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি. স.): পুরভোটের আগে শহরে এবার থেকে প্রথম সফরে তিন দিন এবং পরের সফর থেকে কলকাতায় এক সপ্তাহব্যাপী থাকতে চলেছেন অমিত শাহ। এই সফরে বিভিন্ন জায়গায় সভা থেকে মিটিং-মিছিল সহ দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মঙ্গলবার এ প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ' রাজ্য বিজেপির নেতারা এতটাই অপারগ যে কেন্দ্র থেকে নেতা-মন্ত্রী আনতে হয়। ল্যাংড়া ঘোড়া দিয়ে কি রেস জেতা যায়'?

রবিবার সন্ধেয় নিউটাউনে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব, সাংসদ, বিধায়ক ও জেলা সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেন অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রের খবর, এই বৈঠকেই আগামী কর্সমসূচি ঠিক হয়। এছাড়াও সিএএ নিয়ে প্রচার চালিয়ে যাওয়া হবে বলেই জানা যায়। জানা যাচ্ছে এ দিনের বৈঠকে অমিত শাহ নির্দেশ দেন যে, ২১ এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল সঙ্গে কোন সমঝোতা করা হবে না। সব সংসাদকে নিজের এলাকায় পুর নিবাচনের দায়িত্ব নিতে হবে। দরকার হলে ২৪ ঘন্টা, এক সপ্তাহব্যাপী বুথে পড়ে থাকতে হবে কর্মীদের।

মেয়ররের এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে কেউ আসতে পারে সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। কারণ কলকাতায় গোলাগুলি চলে না। এটাই প্রশ্ন যে রাজ্য বিজেপির নেতারা এতটাই অপদার্থ যে দিল্লি থেকে নেতা এনে কাজ চালাতে হয় তাদের'।

সিএএ, এনআরসি, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস ক্যারাভান করবে এসআইও

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): আগামী ৮ ও ৬ই মার্চ কলকাতার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএএ, এনআরসি, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ক্যাম্পাস ক্যারাভান করবে স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেন অফ ইন্ডিয়াঊ মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে তারাঊ

এসআইও জানিয়েছে, 'ধর্মের ভিত্তিতে অসাংবিধানিক নাগরিকত্ব আইন পাশ করেছে বিজেপি সরকার। সেই সঙাগে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির প্রস্তুতি স্বরূপ আগামী ১ এপ্রিল থেকে সারা দেশে জাতীয় জনসংখ্যাপঞ্জি তৈরি করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেন অফ ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ শাখা মনে করে দেশের সাধারন মানুষের স্বার্থ বিরোধী জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবং অসাংবিধানিক নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে সমস্ত ছাত্র সমাজের সমস্বরে আওয়াজ তুলতে হবে"। এই ক্যারাভানে যোগ দিতে দিল্লি থেকে আসছে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার ছাত্র নেতা আসিফ ইকবাল তানহা ও জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হেবা আহমেদ।

এই প্রসঙ্গে, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ওসমান গনি বলেন, "বর্তমান দেশীয় পরিস্থিতিতে অসাংবিধানিক নতুন নাগরিকত্ব আইন ও গরীব বিরোধী নাগরিক পঞ্জির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পড়ুয়ারায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পড়ুয়াদের এই আন্দোলনকে সমাজের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতেই এই প্রচারাভিযান।" সংগঠনের পক্ষে থেকে জানানো হয়েছে যে, সারা রাজ্য জুড়ে সিএএ, এনআরসি, এনপিআর -এর বিরুদ্ধে সচেতনতা অভিযান চালানো হবে।

তদন্তে পুলিশ

পাচের পাতার পর

রোড এলাকায় অবস্থিত বাসভবনে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা । কিছু নথি নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা । হামলা চালানোর পাশাপাশি তাঁর কয়েকজন কর্মীকেও দুষ্কৃতীরা মারধর করে বলে অভিযোগ করেন বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

আক্রান্ত ছয়

তিনের পাতার পর

হাসপাতাল, বলরামপুর হাসপাতাল, এসজিপিজিআই হাসপাতালে ৭১টি আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

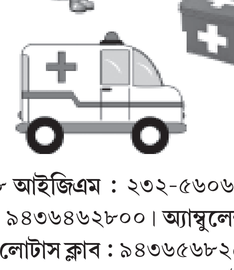

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুরসভা ভোটের আগে দলীয় বৈঠকে কড়া দাওয়াই কাউন্সিলরদের

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): আসন্ন পুরসভা ভোটের আগে দলীয় বৈঠকে কাউন্সিলরদের কড়া দাওয়াই দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ পুরভোটে পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করতে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না ঘাসফুল শিবিরঊ তাই ভোটের আগে কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকলে ক্ষমা চাইতে হবে। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যুব তৃণমূল সভাপতিঊ

মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রশান্ত কিশোর কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন।বৈঠকে কড়া বার্তা দিয়ে অভিষেক জানিয়েছেন, পুরভোটের আগে জনসংযোগে আরও জোর দিতে হবে। শুধুমাত্র ভাল কাজ করলেই চলবে নাঊ একইসঙ্গে ভাল ভাবমূর্তিও গড়ে তুলতে হবে জনসাধারণের কাছেঊ" ভোটের আগে দলীয় বৈঠক থেকে তিনি সাফ জানিয়েছেন, "ইমেজ ও কাজ দেখে প্রার্থী বাছাই করবে দল। কোন ওয়ার্ডেকে প্রার্থী হবেন, দলের সিদ্ধান্ত-ই চূড়ান্ত। সংরক্ষণের কারণে কোনও আসনে প্রার্থী বাদ পড়লে, তাঁর পরিবারের কেউ টিকিট পাবেন এমন আশা করবেন না। টিকিট না পেয়ে কেউ দল ছাড়তে চাইলে, যেতে পারেন"ঊ

ভোটে দলের নির্দেশকে কোনও রকম ভাবে অমান্য করার চেষ্টা করলে তাঁকে সোজা দল থেকে বহিষ্কৃত করা হবে বলেই এদিন জানিয়ে দেন শীর্ষ নেতৃত্বরাঊ বলন, "ভোটে গায়ের জোর দেখাবেন না কেউ। লুট করা ভোটে জয় পাবেন বলে ভুলেও ভাববেন না। কাজের ভিত্তিতে জিততে হবে সবাইকে। এখনই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নেমে পড়ুন। জনসংযোগ বাড়িয়ে তুলুন।"

বহুদিন থেকেই তৃণমূল কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ উঠছিলঊ এদিনের বৈঠকে উঠে আসে, মাত্র ৩০ শতাংশ কাউন্সিলরদের ব্যবহার ভাল। বাকিদের নামে দুর্ব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। যার প্রভাব পরেছে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলেঊ তাই এই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই জন্য এদিন ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওওয়া হয় তাঁদেরঊ ২০২১-র বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে পুরভোটকে সেমিফাইনাল ধরে এগোচ্ছে তৃণমূলঊ তাই বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের মসনদ কায়েম রাখতে পুরভোটে পুরোদস্তুর লড়াই করতে মাঠে নামছে তাঁরাঊ

করোনা ভাইরাসের জের, তেহেরানে আটকে দুর্গাপুরের যুবক

দুর্গাপুর, ৩ মার্চ (হি.স.): চিনের করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক গ্রাস করেছে গোটা বিশ্ব। উড়ান বন্ধ থাকায় নিজের দেশে ফিরতে পারছে না বহু ভারতীয়। তার জেরে এবার তেহেরানের কাছে পারানে আটকে পড়েছে দুর্গাপুরের এক ইঞ্জিনিয়র যুবক। ছেলে আটকে পড়ায় উদ্বিগ্ন পরিবারের লোকজন। বিকাশ দাস দুর্গাপুর বেনাচতির বাসিন্দা। পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়র। দুবাইয়ের একটি সংস্থায় কর্মরত। বছর দু"য়েক সেখানে থাকার পর সম্প্রতি তেহেরানের কাছে পারান্ডে পোষ্টিংয়ে রয়েছেন। ছ" সাত মাস অন্তর বাড়ি আসেন। ইদানীং তার বাড়ি ফেরার কথা। কিন্তু, করোনা ভাইরাসের জন্য তেহেরান বিমানবন্দর থেকে সমস্ত উড়ান পরিষেবা বন্ধ। তাই সেখানে আটকে পড়েছেন। দুর্গাপুরে ফিরতে পারছে না। জানা গেছে, সেখানে বিকাশবাবুদের ফ্ল্যাটে ২৫ জন আটকে রয়েছেন। তার মধ্যে ১১ জন ভারতীয়। বিকাশের বাবা বিষ্ণুপদ দাস জানান,' বাড়ী ফিরতে না পারায় ছেলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। আমরাও উদ্বিগ্ন। তাই রাজ্য প্রশাসনের দ্বারস্থ।একটাই আবেদন ছেলেকে যে কোনোভাবে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

গোমতি জেলায় ৩ জন এবং সিপাহিজলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১ জন করে অস্নাতক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

গৃহ মালিক সমিতি

তিনের পাতার পর

জানিয়ে বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন ধরনের আবেদন করি। সেগুলি মান্যতা পায়না। প্রশাসকদের ধারণা ভাড়াটিয়ারা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের স্বার্থ বুঝি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুকুমারবাবু বলেন, আমরা কলকাতার কিছু জায়গায় পুরভোটে প্রার্থী দাঁড় করাতে চাইছি। যদি প্রার্থী কিছু ভোট টানতে পারে, অনেক সময় হার জিত এর ব্যাপারে সেটা নির্ণায়ক হয়ে উঠবে। যেসব গৃহ মালিক সমিতি প্রার্থী পাবে না, সেই সব জায়গায় 'নোটা' ভোট দিতে আবেদন জানানো হবে।

শশী পাঁজা র

পাচের পাতার পর

তুলে দেন নারী ও শিশুকল্যানমন্ত্রী শশী পাঁজা।

এদিন বক্তব্যে তিনি বলেন,' ২০১১ সালের পর আইসিডিএস সেন্টারগুলির অভুতপুর্ব উন্নয়ন হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে নতুন পদ্ধতিতে শিশুদের পঠনপাঠনে মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য শিশুআলয় প্রকল্পটি রাজ্য সরকার নেয়। তাতে পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষাকাদের প্রশিক্ষন দিয়ে শিশুআলয় সেন্টার উন্নিত করা হয়।' কেন্দ্র সরকারের প্রকল্প নাম বদলে শিশুআলয় করার বিজেপির অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন,' কেন্দ্রের এধরনের প্রকল্প আছে বলে জানি না। এটা রাজ্যের নিজস্ব। কেন্দ্রের কোন তহবিল আসে না।' এদিন তিনি কেন্দ্রকে আক্রমন করে বলেন,' ২০১৪ সালের পর ২০১৯ সালের কেন্দ্র সরকার অনেক খাতে দায়িত্ব ক্রমাগতভাবে কমিয়ে দিয়েছে। শিশু ও প্রসুতিদের খাদ্যে বরাদ্দ, কর্মীদের বেতন কমিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত বৈষম্য দেখতে পাচ্ছি।" তিনি বলেন,' কেন্দ্র বলেছে, ব্লক ও জেলাস্তরে একজন আধিকারিক ও একজন সহকারি থাকবে। বাকি পাঁচজন দীর্ঘদিন ধরে চাকরী করছে, তারা কোথায় যাবে। তাদের খরচ রাজ্য সরকার দিচ্ছে। অন্তঃস্বত্তা মায়েদের দায়িত্ব কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র।' তিনি দাবী করে বলেন,'শিশু আলয়ের মতো ইসিসিই (আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার এডুকেশন) সেন্টার অন্য কোন রাজ্যে অগ্রগতি নেই বলে দাবী করেন তিনি। এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলার বেহাল অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারগুলি মেরামতের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে জানান জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী।

আক্রান্ত ছয়

তিনের পাতার পর

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, লোক বন্ধ হাসপাতাল, সিভিল হাসপাতাল, বলরামপুর হাসপাতাল, এসজিপিজিআই হাসপাতালে ৭১টি আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে।

রাহুল গান্ধীর

তিনের পাতার পর

তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত রোধে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। ইতালি, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান নাগরিকদের জন্য ভারতে আসার ভিসা বাতিল করে দিল প্রশাসন।

মন্ডল সভাপতি

তিনের পাতার পর

তৃণমূলের চক্রান্ত বলে দাবি করেছেন বিজেপির নেতারা। দলের জেলা নেতা অজয় ঘটক বলেন, সারা রাজ্যে এই ভাবে ঘটনা সাজিয়ে বিজেপি কর্মীদের ফাঁসানো হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এই ঘটনাকে সে রকমই বলে মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, তবুও দল আলাদা ভাবে তদন্ত করবে। যদি অভিযোগ সত্যি হয় তাহলে বিজেপি কঠোর ব্যবস্থা নেবে। এদিকে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মাধবডিহিতে খাল পরিষ্কার করতে গিয়ে উদ্ধার মাথার খুলি

মাধবডিহি, ৩ মার্চ (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি গ্রাম পঞ্চায়েতের আরুই এলাকার খাল পরিষ্কার করতে গিয়ে উদ্ধার হল মাথার খুলি। মঙ্গলবার দুপুরে উদ্ধার হয় খুলিটি। মাধবডিহি থানার পুলিশ মাথার খুলিটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এদিন দুপুরে ১০০ দিনের কাজের জন্য ক্যানেল সংস্কারের কাজে এলাকায় স্থানীয় মানুষজন পৌঁছায়। তারা কাজ শুরু করে। সেইসময়ই কয়েকজন ওই মাথার খুলি দেখতে পায়। খবর দেওয়া হয় মাধবডিহি থানার পুলিশকে। তারা এসে মাথার খুলি নিয়ে যায়। পুলিশ মাথার খুলি এলাকায় খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই আতঙ্কিত এলাকাবাসী। কিভাবে ওখানেমাথার খুলিটা এল তা জানতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তারকেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহে ধুকতে পারবে না পুণ্যার্থীরা

হুগলী,৩ মার্চ (হি.স.) : তারকেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করল মন্দির ও তারকেশ্বর ট্রাস্ট।

পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। মন্দির সূত্রে খবর, তারকেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহের কাঠামো বহু পুরনো হয়ে গিয়েছে। সেখানকার মার্বেল পাথর পরিবর্তন করার সময় হয়ে গিয়েছে।

তাই ভক্তদের কথা মাথায় রেখে মন্দির কর্তৃপক্ষ পুজোর কাজে কোনও ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহ সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কারণে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে পুজো দিতে পারবেন না ভক্তরা। কিন্তু বাইরে পুজো-অর্চনা সবকিছুই হবে বলে জানিয়েছেন তারকেশ্বর পুরোহিত মণ্ডলীর সভাপতি খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শহিদের আত্মত্যাগকে সম্মান ও স্বীকৃতি জানাতে সবাইকে আর্জি রাজ্যপালের

হাওড়া, ৩ মার্চ (হি.স.): 'হর দিন উনকো নাম জিনকি জিন্দেগি দেশ কা নাম'ঊ মঙ্গলবার হাওড়ায় প্রয়াত বাবলু সাঁতরার বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে পাশে রেখে এ কথা বললেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরঊ তিনি বলেন, একজন শহিদের আত্মত্যাগকে আপনারা সবাই সম্মান জানাবেন স্বীকৃতি জানাবেনঊ রাজ্যপাল বলেন, শহিদের নিরাপত্তা এবং যাঁরা আমাদের ও দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের জাতীয় কর্তব্যঊ সব সময় তাঁদের প্রণাম করা উচিতঊ এদিন প্রয়াত সেনা বাবলুর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার দান করেন রাজ্যপালঊ ২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামা আক্রমণে সিআরপিএফ-এর যে ৪০ জওয়ান মারা যান, বাবলু সাঁতরা তাঁদের অন্যতমঊ

২০১৯-এর ২০ ডিসেম্বর সিআরপিএফ এবং একটি টিভি চ্যানেলের উদ্যোগে 'এক সাম জবান কা নাম' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে জগদীপ ধনকর আশ্বাস দিয়েছিলেন বাংলার দুই শহিদের বাড়ি যাবেনঊ সেই অনুযায়ী আজ সস্ত্রীক রাজ্যপাল বাউরিয়ায় বাবলুবাবুর বাড়িতে যানঊ তাঁর স্ত্রী নিতা এবং মা বর্ণমালার সঙ্গে দেখা করেনঊ সাত বছরের বাচ্চা মেয়ে পিয়াল ও পরিবারের সকলের সঙ্গে ছবি তোলেন ধনকর দম্পতি। আগামী ২০ মার্চ আর এক শহিদ সুদীপ বিশ্বাসের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে রাজ্যপাল নদিয়া যাবেন।

গঙ্গারামপুরে লরি ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ, আহত ৪২

গঙ্গারামপুর, ৩ মার্চ (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের ফুলবাড়ি মহেন্দ্র এলাকায় লরি ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে আহত ৪২। এদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় চারজনকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে। পলাতক লরির চলাক।

এদিন সকালে পাতিরাম থেকে গঙ্গারামপুরের দিকে যাচ্ছিল পিকআপ ভ্যানটি। গাড়ির মধ্যে কয়েকজন শিশু ও মহিলাও ছিলেন। সেইসময় উলটো দিক থেকে একটি চাল বোঝাই লরি আসছিল। হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মোটর বাইকে ধাক্কা মারে পিকআপ ভ্যানটি। একটু দূরে গিয়ে ফের চাল বোঝাই লরিটিকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ৪২ জন আহত। তাদের তড়িঘড়ি গঙ্গারামপুর হাসপাতালে ভরতি করে স্থানীয়রা। এদের মধ্যে চারজনকে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থানে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বারুইপুর জেলের ঘটনায় তদন্ত কমিটি রিপোর্ট বুধবার

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.) : বারুইপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দিদের আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করল রাজ্য সরকার।

জানা গিয়েছে, সোমবার এই ঘটনা নিয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী উদ্বিগ্ন, তিনি দফতরের মন্ত্রী ও ডিজির (কারা) কাছ থেকে পরিস্থিতির খোঁজখবর নিচ্ছেন। সমস্যা যাতে দ্রুত সমাধান হয় সেই নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

ডিআইজি (কারা) সুদীপ্ত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই কমিটিতে রয়েছেন এআইজি (কারা) দক্ষিণবঙ্গ ও বারুইপুর জেলা পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান। বুধবারের মধ্যেই এই কমিটি দফতরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস ও ডিজি (কারা) অরুণ গুপ্তের কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন।

সোমবার রাতে বারুইপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দিদের মধ্যে মারপিট হয়। কারা দফতর সূত্রে খবর, গতকালের ঝামেলায় সংশোধনগারের শৌচাগার, রান্নাঘর, ভিডিয়ো কনফারেন্স রুম, ওষুধের ঘর সবই ভাঙচুর করা হয়। ফলে জায়গাগুলি আবার তৈরি করতে হবে। সোমবারের পর মঙ্গলবার কয়েদিদের জন্য রান্না হয়েছে একেবারেই সামান্য।

এক জেলারের অপসারণের জন্য বন্দিরা আন্দোলন করছে। সূত্রের খবর, সেই জেলারকে অবিলম্বে বদলি করার কথা ভাবছে দফতর। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিকবার নানা অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু তা যে এত বড় আকার নেবে, তা বোঝা যায়নি।

ঝড়ের দাপটে নিক্কো পার্কের কাছে গাড়ির ওপর উপড়ে পড়ল গাছ

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.) : মঙ্গলবার বিকেল থেকেই কলকাতায় নেমেছে বৃষ্টি সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া ঊ ঝড়ের দাপটে নিক্কো পার্কের কাছে একটি গাড়ির ওপর আচমকাই উপড়ে পড়ল গাছঊইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ।

সূত্রের খবর,চিংড়িঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি ঊ প্রবল হাওয়ার মধ্যেই উপড়ে যায় গাছটি ঊ মাটি থেকে উপড়ে সেটি পড়ে একটি গাড়ির ওপরে ঊ ব্যস্ত সময়ে গাড়ির ওপর গাছ পড়ায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ঊ ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছে ট্রাফিক পুলিশঊ দ্রুত যানজট মোকাবিলার কাজ করছেন তারা । তবে, হতাহতের খবর এখনও নেই ।

দুর্গাপুরে সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় ধৃত ১

দুর্গাপুর,৩মার্চ(হি.স.): এক মাস পর দুর্গাপুরে গহনার দোকানে চুরির ঘটনায় ধরা পড়ল এক দুস্কৃতী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম লোটন রুইদাস। কাঁকসা আড়া কালিনগরের বাসিন্দা। সোমবার রাতে বাড়ী থেকে তাকে কাঁকসা থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য, গত ২৯ জানুয়ারী রাতে ছাদের দরজা ভেঙে কাঁকসার আড়া মোড়ে এক সোনার দোকানে চুরি হয়। প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সোনার গহনা খোয়া গেছে বলে অভিযোগ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় শিল্পশহরজুড়ে। ঘটনায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে তদন্তে নামে পুলিশ। সোমবার রাতে বাড়ী থেকে লোটন রুইদাস নামে একজনকে গ্রেফতার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত জেরা ওইদিন ঘটনায় ছিল বলে জানিয়েছে। রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের তল্লাশি করা হবে।'

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় পালা বদলের পর থেকে আইনের শাসন সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে গেছে। ত্রিপুরায় নারী নির্যাতন বেড়েছে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থাও বেহাল হয়ে পড়েছে। ফলে, বাজারের হাল খারাপ হয়ে গেছে। তিনি জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে শাসক দল। তবে, জনগণ তার যোগ্য জবাব দেবে।

প্রতিমা

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ওই আবেদনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভূতল সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী ইতিবাচক জবাব দেবেন বলে আশাবাদী তিনি।

বিয়ের

● প্রথম পাতার পর

করে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্ত

● প্রথম পাতার পর

ওই দিন আদালতে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার জন্য বিচারপতি লোধ নির্দেশ দিয়েছেন। সম্ভবত, ওই দিন ওয়াই পি সিংহের জামিনের আবেদনের ফয়সালা হতে পারে।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

স্মার্ট দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে যোজনার পরিসর বৃদ্ধির চিন্তাভাবনা করা হবে।

কৈলাসহরের ডি কে রোডের ঝুকিপূর্ণ অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন যান চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ মার্চ।। কৈলাসহরে ডি কে রোডের একটি অংশের বিপজ্জনক অবস্থা নিয়ে জনমনে চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে। বিমানবন্দরের পাশে এই রাস্তায় একটি জায়গায় কিছু গাছ ও বাঁশ ঝার থাকায় বিপরীত দিকের যানবাহনের গতিবিধি নজরে আসছে না। তাতে প্রায় সময়ই দূর্ঘটনা ঘটে চলেছে। ওই গাছ ও বাঁশ ঝার কেটে ফেলার জন্য মহকুমা প্রশাসনের কাছে দাবী জানিয়েছিল স্থানীয় জনগণ। যদিও এই গাছ কাটার দায়িত্ব বন দপ্তরের। কিন্তু, বন দপ্তরের তরফ থেকেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অবিলম্বে গাছগুলি কেটে ফেলার জোরালো দাবি উঠেছে।

সুকুমার সেনের ১২০ বছর স্মরণে প্রকাশিত হল বিশেষ স্মারক ডাক-মোড়ক

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি. স.) : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম চিরকালীন নক্ষত্র সুকুমার সেনের ১২০ বছর স্মরণে বিশেষ স্মারক ডাক-মোড়ক প্রকাশিত হল। মঙ্গলবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় এটি। চন্দ্রমুখী-কাদম্বিনী হলে এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার তাঁর ভাষণে সুকুমারবাবুর প্রজ্ঞা ও কীর্তির সবিশেষ পরিচয় দেন। ভাষাচর্চায় 'লাস্ট অফ দি ক্লাসিসিস্ট' সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য বাহক বলে সুকুমার সেনকে চিহ্নিত করে বলেন ভাষার সাগরে তাঁর অবাধ বিচরণ অবিস্মরণীয়। চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল (বেঙ্গল সার্কল) গৌতম ভট্টাচার্য বলেন, আমি সাহিত্যের ছাত্র নই। কিন্তু ৩৩ বছর আগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্বে সুকুমারবাবুর লেখা পাঁচ খন্ডের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' অনেকটাই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

সুকুমারবাবুর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'দিনের পরে দিন যে গেল'-র কথা বলেন বক্তারা। সভায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য আশিস কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারবাবুর অন্যতম বংশধর অধ্যাপক সুনন্দন সেন প্রমুখ। ধন্যবাদ জানান সেলভিন জাস্সি। ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ সুকুমারবাবুর (১৬ জানুয়ারি ১৯০১ - ৩ মার্চ ১৯৯২) বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, আবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণতত্ত্ব আলোচনাতেও তিনি তাঁর বৈদগ্ধের পরিচয় রেখেছিলেন।

ধৃত ১

তিনের পাতার পর

গহনা খোয়া গেছে বলে অভিযোগ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় শিল্পশহরজুড়ে। ঘটনায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে তদন্তে নামে পুলিশ। সোমবার রাতে বাড়ী থেকে লোটন রুইদাস নামে একজনকে গ্রেফতার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত জেরা ওইদিন ঘটনায় ছিল বলে জানিয়েছে। রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের তল্লাশি করা হবে।

সিব্বলের

মানুষের রক্তের বিনিময় উল্লাসকে নিজের কবিতা দিয়ে নিবিড় ভাবে কষাঘাত করেছেন তিনি।

এর আগেও নিজের কবিতার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চৈতন্য গড়ে তোলার কাজ করে গিয়েছেন। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের উপর পুলিশি হামলার নিন্দা করে গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বপক্ষে তিনি কবিতা লিখেছিলেন।

দুষ্কৃতীরা

আটের পাতার পর

মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে পুদুচেরির জনপ্রিয় সৈকত রোডে। সকালেই সৈকত রোডে প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন মন্ত্রী। তখনই দুষ্কৃতীরা মন্ত্রীর হাতে থাকা মোবাইল ফোন ছিনিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পুদুচেরির স্বাস্থ্যমন্ত্রী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু, মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত দুষ্কৃতীরা পুলিশের নাগালের বাইরে।

কিউয়িদের কাছে পর্যুদস্ত হয়েও এক নম্বরে ভারত

দুবাই: নিউজিল্যান্ডের কাছে ২-০ টেস্ট সিরিজ হারলেও আইসিসি টেস্ট ব্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল ভারত। আর ব্যাট হাতে ব্যর্থ হওয়ার পরও ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখলেন বিরাট কোহলি।কিউয়িদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হেরে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার ব্যাকফুটে ভারত। ওয়েলিংটনের পর ক্রাইশ্চচার্চে দ্বিতীয় টেস্টেও নাস্তানাবুদ হয় কোহলি অ্যান্ড কোং। বেসিন রিজার্ভে ১০ উইকেটের পর হ্যাগলে ওভালে ৭ উইকেট হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। কিউয়িদের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ হেরেও ১১৬ পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট ব্যাংকিংয়ে এক নম্বর জায়গা ধরে রাখল ভারত।ছ'' পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। অর্থাত ভারতের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ জেতায় কিউয়িদের পয়েন্ট দাঁড়ায় ১১০। আর ১০৮ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চার ও পাঁচ নম্বরে রয়েছে যথাক্রমে ইংল্যান্ড (১০৫) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (৯৮)।দল এক নম্বরে থাকলেও ব্যাটসম্যানদের তালিকায় গত সপ্তাহেই সিংহাসনচ্যুত হয়েছে ক্যাপ্টেন কোহলি। তাঁকে টপকে ফের শীর্ষস্থান দখলে করেছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। প্রথম টেস্টের পর দ্বিতীয় টেস্টেও চূড়ান্ত ব্যর্থ কোহলি। চার ইনিংসে বিরাটের অবদান মাত্র ৩৮ রান। সাম্প্রতিককালে এটাই সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স বিরাটের।৯১১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছেন স্মিথ। আর ৮৮৬ পয়েন্ট নিয়ে দু'' নম্বরে রয়েছেন কোহলি। ৮২৭ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মার্নাস ল্যাবুশানে। চার ও পাঁচ নম্বরে রয়েছেন যথাক্রমে কেন উইলিয়ামসন (৮১৩) ও বাবর আজম (৮০০)। প্রথম দশে বিরাট ছাড়া ভারতের মধ্যে রয়েছেন চেতেশ্বর পূজারা ও অজিঙ্ক রাহানে। ৭৬৬ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে রয়েছেন পূজারা। আর ৭২৬ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে রয়েছেন রাহানে। বোলারদের মধ্যে এক নম্বর জায়গা ধরে রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স।

হেলিকপ্টার শটের নতুন ভার্সন দেখে কী বলছে নেট দুনিয়া ?

বন্ধু সন্তোষের হাতে হেলিকপ্টার শট দেখে চমকেছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ধোনির বন্ধু সন্তোষ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর মারা সেই শটকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জনপ্রিয় করেছিলেন ধোনি। সেই হেলিকপ্টার শটের নতুন ভার্সন নিজের টুইটার হ্যান্ডল থেকে শেয়ার করেছেন আফগানিস্তানের অলরাউন্ডার রশিদ খান। নেটাগরিকরা সেই শটের নাম দিয়েছেন ''নিনজা কাট'' ।সোমবার নিজের টুইটার হ্যান্ডল থেকে ভিডিয়োটি শেয়ার করেছেন রশিদ। সেই ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ''''একে কী হেলিকপ্টার শট বলা যাবে?'''' সেই পোস্টে রশিদের টিমমেট হামিদ হাসান এই শটকে ''নিনজা কাট'' বলেছেন। নেটাগরিকদের কেউ কেউ আবার এই শটকে, ''রিভার্স হেলিকপ্টার শটও'' বলেছেন ।তবে ভিডিয়োটি কোন প্রতিযোগিতার বা কোন ব্যাটসম্যান এটি মেরেছেন, সে ব্যাপারে কিছু জানাননি ওই আফগান তারকা। তবে এই অভিনব শট যে নেটাগরিকদের মনে ধরেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালে ভারতের সামনে ইংল্যান্ড

সিডনি: গ্রুপ এ-র চারটি ম্যাচই জিতে মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালে আগেই উঠে গিয়েছিল ভারত। আজ ঠিক হল শেষ চারের লড়াইয়ে হরমনপ্রীত কউরদের প্রতিপক্ষ। গ্রুপ বি-তে দ্বিতীয় স্থানে থেকে ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে ইংল্যান্ড। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য ভেস্তে যাওয়ার ফলে দু''দলই এক পয়েন্ট করে পায়। ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ বি-র শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪ ম্যাচে ইংল্যান্ডের পয়েন্ট ৬। গ্রুপ এ-তে ৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়া সেমি-ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার।বৃহস্পতিবারই দু''টি সেমি-ফাইনাল হবে। প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত ও ইংল্যান্ড। এই ম্যাচটি শুরু হওয়ার কথা ভারতীয় সময় অনুযায়ী সকাল সাড়ে নটা থেকে। দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল শুরু হওয়ার কথা ভারতীয় সময় অনুযায়ী দুপুর দেড়টা থেকে। বৃহতিবারও সিডনিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সেমি-ফাইনালের জন্য কোনও রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। ফলে খেলা যদি ভেস্তে যায়, তাহলে গ্রুপের শীর্ষে থাকার সুবাদে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা ফাইনালে চলে যাবে।

আই পি এলের জন্য প্রস্তুত মাহি

নিউস ঘন্টায় ঘন্টায় ওয়েবডেস্ক :অনেক দিন ক্রিকেট থেকে দূরে সরে থাকার পর প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী ভারতের অধিনায়ক ধোনি গতকাল চেন্নাইয়ের মাঠে অনুশীলন করলেন সি এস কের হয়ে। ২৯ শে মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আই পি এল। প্রথম ম্যাচেই ওয়াংখেরেতে চেন্নাই মুখোমুখি হবে মুম্বাইয়ের সাথে এবারে আই পি এল গুরুত্ব পাবে কেননা বিরাট কোহলি থেকে রবি শাস্ত্রী সবাই বলেছেন যে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দল বাছাইয়ে আই পি এল এর পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সবার নজর এম এস ধোনির উপর।

মেয়েদের বিশ্বকাপের চারটি ম্যাচ যুবভারতীতে

মেয়েদের অনূর্ধ ১৭ বিশ্বকাপের চারটি ম্যাচ হতে পারে যুবভারতীতে। ছেলেদের যুব বিশ্বকাপের প্রায় তিন বছর পর আর এক বিশ্ব ফুটবলের আসর বসতে চলেছে কলকাতায়। ২ থেকে ২১ নভেম্বর হবে খেলা। ষোলো দলের লিগের খেলা হতে পারে পাঁচটি জায়গায়। কলকাতা ছাড়াও খেলা দেওয়া হচ্ছে আমদাবাদ, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি এবং মুম্বইতে। যুবভারতী ও আমদাবাদে দেওয়া হয়েছে চারটি করে ম্যাচ। অন্য জায়গাগুলি পাচ্ছে আটটি করে। আজ মঙ্গলবার দিল্লিতে এসে সরকারি ঘোষণা করবেন ফিফার যুব বিভাগের প্রধান রবার্ট গ্রেসি। তার সঙ্গে থাকবেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু-সহ ফেডারেশন কর্তারা। দিল্লির পাঁচতারা হোটেলে ক্রীড়াসূচি ছাড়াও প্রতিযোগিতার স্লোগানও প্রকাশ করা হবে। তার আগে মেয়েদের বিশ্বকাপ নিয়ে ফেডারেন কর্তাদারে সঙ্গে আলোচনায় বসবেন ফিফার প্রতিনিধিরা। তবে ভারতের মেয়েরা কোথায় খেলবেন তা এখনও জানা যায়নি। ফেডারেশন সূত্রের খবর, গুয়াহাটিতে হওয়ার সম্ভবনা বেশি।

এই জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে ফাইনালে, বলছেন ঈশ্বরন

ঘরোয়া ক্রিকেটে অন্যতম শক্তিশালী দল কর্নাটক। লোকেশ রাহুল, মণীশ পাণ্ডের মতো জাতীয় দলের ক্রিকেটার রয়েছেন। করুণ নায়ার দলের অধিনায়ক। কেকেআর-খ্যাত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা রয়েছেন।এ রকম একটা দলের বিরুদ্ধে দাপট দেখিয়ে ম্যাচ জিতে নিয়েছে বাংলা। শেষ চারের এই জয় বঙ্গ ব্রিগেডকে ফাইনালে সাহায্য করবে বলেই মনে করছেন বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, ''''কর্নাটককে হারিয়ে আমরা ফাইনালে পৌঁছলাম। আমার মনে হয়, এই জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে ফাইনালে।''''বাংলা ক্রিকেটাররা একে অপরের সাফল্য দারুণ উপভোগ করেন। আর এই টিম বন্ডিংয়ের জোরেই ইডেন গার্ডেন্সে কর্নাটককে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে বাংলা। ঈশ্বরন রানে নেই। কোচ অরুণ লাল থেকে শুরু করে সতীর্থরা বলেছেন, ''''তুমি সামনে থাকো। আমরা তোমাকে ফলো করবো।''''বিধ্বংসী মুকেশ, ১৭৪ রানে জিতে ১৩ বছর পর রঞ্জির ফাইনালে বাংলাদলের সুরটা তুলে ধরে বাংলার ক্যাপ্টেন বলছেন, ''''আমাদের বোলাররা ব্যক্তিগত সাফল্য নিয়ে ভাবিত নয়। প্রত্যেকে ভাবে বিপক্ষের ১০ উইকেট নিতে হবে। গতকাল ঈশান পোড়েল আক্রমণ করছিল। বাকিরা রান আটকে রাখার চেষ্টা করছিল। আজ মুকেশ অ্যাটাক করল। বাকিরা ওকে সাপোর্ট করে গেল।''''বাংলার এরকম দুরন্ত বোলিং আক্রমণ প্রসঙ্গে ঈশ্বরন সাংবাদিক বৈঠকে এসেই বলে দিলেন, ''''আমাদের বোলিং দেশের সেরা। আমাদের যা বোলিং আক্রমণ তাতে যে কোনও দলকেই আমরা ১৫০-২০০ রানে আটকে রাখতে পারি।

আবারো ডবল সেঞ্চুরি করলো রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে, তাকে খেলতে দেখা যেতে পারে বড়ো স্তরে

এর আগেও দেখেছি অনেক ভারতীয় ক্রিকেটারের ছেলেরা তাদের বাবার পথেই হেঁটেছে। সচিন এর ছেলে অর্জুনও ক্রিকেট দুনিয়ায় পা রেখেছে। এবার সেই পথে পা বাড়িয়েছে আরেক ভারতীয় ক্রিকেটারের ছেলে। তিনি হলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে শমিত দ্রাবিড়।

তার ভালো ক্রিকেট প্রদর্শনের অনেক দিন আগেই শমিত দ্রাবিড় প্রশংসা কুড়িয়ে ছিলেন সবার কাছ থেকে। এবার তাকে দেখা এক অন্য রুপে।শমিত দ্রাবিড় জুনিয়ার ক্রিকেটে নিজের বাবার পথেই অনুসরণ করে চলার ইঙ্গিত দিয়েছেন আর দ্রুতই তাকে পরবর্তী স্তরে খেলতে দেখা যেতে পারে।

কিছুদিন আগেই তিনি ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। আবারো রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে করে চলেছে স্কুল ক্রিকেটে রান বৃষ্টি। মালিয়া অদিতি আন্তর্জাতিক স্কুলের তরফে খেলে তিনি আবারো করলেন ডবল সেঞ্চুরি। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড় প্রথম থেকেই তরুণ ব্যাটসম্যানদের কাজ করতে ভালোবাসেন। ২০১৮ সালের যুব বিশ্বকাপের কোচ হয়েও গেছিলেন তিনি এবং সেই বছর ভারতীয় দল বিশ্বকাপ জিতেছিল। এবার রাহুল দ্রাবিড় তার সেই প্রতিভা তার ছেলের মধ্যে থেকে তুলে ধরছেন। কেননা শমিত এর চেয়ে ভালো কোচ পেতে পারেন না। ডিসেম্বরে কর্ণাটক স্টেট ইন্টার জোনের অনুর্ধ ১৪ ম্যাচে তার ব্যাট থেকে ২৫০ বলে ২০১ রানের ইনিংস বেরিয়েছিল। আসন্ন সময় তাকে বড়ো স্তরে খেলতে দেখা যেতে পারে।

বার্সেলোনাকে হারিয়ে লিগ শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ, গ্যালারিতে রোনাল্ডো

বার্সালোনাকে হারিয়ে ঘরের মাঠে এল ক্লাসিকো জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। এর আগে বার্নাব্যুতে রিয়াল বার্সার বিরুদ্ধে চার চারটি এল ক্লাসিকো হেরে বসেছিল। পাঁচে পাঁচ করার সুযোগ সামনে থাকলেও ভাঙাচোড়া বার্সেলোনা এবার আর জয়ী হয়ে বার্নাব্যু ছাড়তে পারল না। রিয়াল বার্সার বিরুদ্ধে এল ক্লাসিকো জিতল ২-০ ব্যবধানে। রিয়ালের হয়ে কারা গোল করলেন প্রথমার্ধে দুই দলই আক্রমণাত্মক খেলেও গোলের দেখা পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে এরপর ৭১ মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়র গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন। তিন ডিফেন্ডার ও গোলকিপারকে কাটিয়ে জুনিয়র একাই গোল করে চলে যান। বার্সা ডিফেন্স কোনও প্রতিরোধই তৈরি করতে পারেনি। প্রাক্তন ক্লাবের সমর্থনে এদিন গ্যালারিতে হাজির ছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। গোল করে এদিন জুনিয়র অনেকটা রোনাল্ডোর গোল সেলব্রেশনের ভঙ্গিকে নকল করেন। অতিরিক্ত সময় বার্সার কফিনে শেষ পেরেক ম্যাচের অতিরিক্তি সময়ে এরপর মারিয়ানো ৯২ মিনিটে বার্সার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন। এবারও বার্সার দুর্বল ডিফেন্সকেই গোল হজম করার জন্য দায়ী করা চলে। রক্ষণের দুই ফুটবলকে সরলরেখার দাঁড় করিয়ে মারিয়ানো গোল করে চলে যান। রিয়াল মাদ্রিদ দশকের প্রথম এল ক্লাসিকো ম্যাচ জেতে ২-০ ব্যবধানে। রিয়ালের সমর্থনে মাঠে হাজির রোনাল্ডো এদিন বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদের জন্য গলা ফাটালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। রিয়াল মাদ্রিদ দুই গোলে জিততে ভিআইপি বক্সে রোনাল্ডোর সেলিব্রেশন ছিল চোখে পড়ার মতো। জুনিয়রের গোলে রিয়াল এগিয়ে গেলে হাততালি দিয়ে প্রাক্তন ক্লাবকে সমর্থন জানিয়ে মোটিভেট করেন সিআর সেভেন। লিগের শীর্ষস্থানে রিয়াল মাদ্রিদ রবি

এই অঙ্ক মিললে ডার্বির আগে, ঘরের মাঠেই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ন হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। রবিবার ট্রাউয়ের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতে লিগে টানা ১২ ম্যাচে অপরাজেয় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এবার অঙ্ক বলছে, ১৫ মার্চ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ডার্বি ম্যাচের আগেই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে মেরিনার্স। মোহনবাগানের পয়েন্ট ট্রাউয়ের বিরুদ্ধে জয়ের পর লিগে ১৪ ম্যাচ শেষে মোহনবাগান ৩৫ পয়েন্টে রয়েছে। এবছর এখনও পর্যন্ত সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ১১টি জয়, ২টি ড্র ও ১ ম্যাচ হেরেছে। গোল পার্থক্য ২১। মোহনবাগানের পয়েন্ট ট্রাউয়ের বিরুদ্ধে জয়ের পর লিগে ১৪ ম্যাচ শেষে মোহনবাগান ৩৫ পয়েন্টে রয়েছে। এবছর এখনও পর্যন্ত সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ১১টি জয়, ২টি ড্র ও ১ ম্যাচ হেরেছে। গোল পার্থক্য ২১। দ্বিতীয় স্থানে কে, পয়েন্টের পার্থক্য কত ১৪ ম্যাচ শেষে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগের পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মিনার্ভা। তারা এবছর ৫টি জয়, ৭টি ড্র ও ২টি ম্যাচ হেরেছে।

প্রথম স্থানে থাকা মোহনবাগানের সঙ্গে মিনার্ভার পয়েন্টের পার্থক্য ১৩। তৃতীয় স্থানে কে? ১৩ ম্যাচ শেষে ২০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে চার্চিল বাদ্রার্স। ৬টি জয়, ২টি হার ও ৫টি ড্র করেছে। কোন অঙ্কে ডার্বির আগেই চ্যাম্পিয়ন হতে পারে মোহনবাগান চার্চিলের হাতে এই মুহূর্তে ৭টি ম্যাচ রয়েছে। ৭ ম্যাচ জিতলে চার্চিল ২০+২১ অর্থাৎ ৪১ পয়েন্টে পৌঁছবে। অন্যদিকে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মিনার্ভা অবশিষ্ট ৬টি ম্যাচ জিতলে ১৮ পয়েন্ট অর্থাৎ লিগ শেষে ৪০ পয়েন্টে পৌঁছবে। সেক্ষেত্রে মোহনবাগান পরের দুই ম্যাচ জিতলে ৬ পয়েন্ট পাবে। ১৬ ম্যাচ শেষে মোহনবাগান ৪১ পয়েন্টে পৌঁছবে। তখন মোহনবাগান ও চার্চিলের পয়েন্ট এক হলেও হেড টু হেডে এগিয়ে থাকার কারণে চ্যাম্পিয়ন হবে মোহনবাগান। ঘরের মাঠেই উড়তে পারে সবুজ-মেরুন আবির মোহনবাগান যে ছন্দে ছুটতে তাতে ঘরের মাঠে পরের দুই ম্যাচ জিতলেই মোহবাগান চ্যাম্পিয়ন। ৫ মার্চ চেন্নাই সিটির বিরুদ্ধে খেলবে মোহনবাগান।

এরপর ১০ মার্চ ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ আইজল। সেই ম্যাচ জিতলে ডার্বির আগেই কল্যাণীতে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুখবর আসতে চলবে, কল্যাণীতেই উড়তে পারে সবুজ-মেরুন আবির।

TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
Suryamaninagar
Tripura West – 799022
No.F.TU/FIN/Equip/13/Vol-IX/17 Dated : 03.03.2020

NOTICE INVITING QUOTATIONS

Sealed Quotations are hereby invited from the bonafide dealers/suppliers/manufacturers for supply and installation of APC make Online UPS System along with Battery, M.S. Rack and other accessories for the Department of Chemistry, Tripura University. The said Quotations must dropped to the office of the Finance Officer, Tripura University on or before 16.03.2020 upto 2.00 p.m. Sealed cover of the Quotation should be marked on the top of the envelope as 'APC make Online UPS System along with Battery, M.S. Rack and other accessories for the Department of Chemistry, Tripura University'. Details of the same are available on Tripura University website : www.tripurauniv.ac.in.

Sd/-
(Sri Pranay Pal)
Assistant Registrar (Finance)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 27/NIT/EE/PWD/AMP/2019-20. Dated: 26-02-2020. Memo No:- F.TC-I (P-I)/EE/PWD/AMP/10927-999 dated, 26-02-2020.
Cost of Tender form: Rs. 1,000 I- (Rupees One thousand) only
Last date and time for document downloading and bidding: 20-03-2020, upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: - 20-03-2020, at 15:30 hrs. if possible.

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
	DNIT No. 19/NIT/SE-III/R/2019-20	38,78,627.35	38,786.00	04(Four) Months	Appropriate Class
	DNIT No. 20/NIT/SE-III/R/2019-20	42,85,652.84	42,857.00	04(Four) Months	
	DNIT No. 47/DNIT/R/EE/PWD/AMP/ 2019-20	21,22,548.06	21,225.00	03(Three) Months	
	DNIT No. 48/DNIT/R/EE/PWD/AMP/ 2019-20	24,60,563.71	24,606.00	03(Three) Months	
	DNIT No. 49/DNIT/R/EE/PWD/AMP/ 2019-20	20,39,301.93	20,393.00	03(Three) Months	

Tender can also be seen in the website hffps://tripuratenders.gov.in
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-2727/2019-20

(Er. Deebarma)
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur,Gomati Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 17/EE/DD/PWD(R&B)/2019-20Dated.29.02.2020

The Executive Engineer, Dharmanagar Division, PWD(R&B), Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 23-03-2020 for the following work:-

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No. 59/EE/DD/PWD/R&B(/2019-20	24,17,255.00	24,173.00	6(Six) Months
2	DNIT No. 60/EE/DD/PWD/R&B(/2019-20	24,24,350.00	24,243.00	6(Six) Months
3	DNIT No. 61/EE/DD/PWD/R&B(/2019-20	21,42,198.00	21,422.00	6(Six) Months
4	DNIT No. 62/EE/DD/PWD/R&B(/2019-20	20,64,670.00	20,647.00	3(Three) Months
5	DNIT No. 63/EE/DD/PWD/R&B(/2019-20	8,60,196.00	8,602.00	4(Four) Months
6	DNIT No. 64/EE/DD/PWD/R&B(/2019-20	9,68,789.00	9,688.00	3(Three) Months
7	DNIT No. 65/EE/DD/PWD/R&B(/2019-20	14,86,981.00	14,870.00	4(Four) Months

Last date and time for document downloading and bidding up to 3.00PM 23-03-2020 and time and date of opening of bid at 4.00PM on 27-03-2020 if possible.
Notes:- For more details kindly visit https:/HYPERLINK "http://tripuratenders.gov.in/ "tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Indrajit Paul)
Designation:-Executive Engineer
Dharmanagar Division, PWD (R & B)
Dharmanagar, North Tripura.

ICA/C-2732/2019-20

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
Notice Inviting Quotation No-3
Notice Inviting Quotaton has been published by the Agartala Municipal Corporation on 03.03.2020 for the items which may be seen in Agartala Municipal Corporation website www.agartalacilty.tripura.gov.in and Tripura State Portal. The closing date is 16.03.2020 at 3.00 PM.
Assistant Municipal Commissioner
(Development Cell & DDO)
Agartala Municipal Corporation
Agartala

No. F.422 /TSR-V(IR-I)/QM/1609
Dated, the 28_ February'2020.
NOTICE INVITING TENDER
The undersigned on behalf of the Governor of Tripurainvites sealed tenders/quotations from the bonafide/registered suppliers/manufacturing firms for supply of Stationery & expendable store articles like electrical goods, utensil, fabric items, sport's items etc. in favour of 5th Bn TsR(IR-I), Duluma, Amarpur, Gomati Tripura for the financial year 2020-2021 covering the period up to 31st March"2021.
2. A copy of Notice Inviting Tender, List of required articles, Terms & Condition etc may be obtained from office of the Commandant, 5th Bn TSR(1R-1), Duluma Amarpur, Gomati. Tripura on or before 10/03/202020 on cash payment of sum of Rs.200/- on any working day. Last date of submission of tender/ quotation is Qp to 1100 hrs on 18.03.2020 and will be opened on 19/03/2020 at
ICA/C-2721/2019-20
(H. S Darlong)
Commandant
5th Battalion TSR (IR-I)

ASSISTANT DEFENCE ESTATES OFFICE, AGARTALA
Lichubagan By Pass Road, P.O. Shalbagan, Agartala-12
Phone No. 0381-2397119, E-Mail : adeoagar-stats@nic.in
NOTICE INVITING TENDER
Assistant Defence Estates Office, Agartala on behalf of the President of India invites Quotation from reputed, experienced and financially sound agency to provide one surveyor, One surveying Assistant, alongwith one Electronics Total station (ETS) with all accessories for 180 days with effect from the date of signing of the contract upto 31st March, 2021 as per requirement of this office on Daily Rental Basis. Further details on terms and conditions alongwith quotation format be obtained from the office of ADEO, Agartala.
The Quotations should be submitted by 1600 hours on 25.03.2020 and will be opened on the same day at 1700 hours in the office of ADEO, Agartala.
ASSTT.DEFENCE ESTATES OFFICER
AGARTALA
Dated : 02.03.2020
No. ADM/AGAR/234/HRG/EQPMT/09

করোনাভাইরাস নিয়ে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): নভেল করোনাভাইরাস নিয়ে ক্রমশই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ভারতে। ইতিমধ্যেই কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ধরা পড়েছে কেরল, দিল্লি, তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটকে। করোনা-আতঙ্ক ছড়িয়েছে উত্তর প্রদেশেওউ উত্তর প্রদেশের নয়ডা, আগ্রা ও লখনউতেও আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। এমতাবস্থায় দেশবাসীকে অভয় দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'ভয় পাওয়ার দরকার নেই। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে, নিজেদের সুরক্ষার জন্য ছোট ছোট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

প্রধানমন্ত্রী টুইটারে আরও লিখেছেন, 'কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস সম্পর্কে বিস্তৃত পর্যালোচনা হয়েছে। ভারতে আগতদের স্ক্রিনিং করা থেকে তাতণিক চিকিতা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকার একসঙ্গে কাজ করছে।' করোনার প্রকোরে চিন-সহ গোটা বিশ্বে ইতিমধ্যেই মৃত্যুর সংখ্যা ৩০০০ ছাড়িয়েছে। ভারতেও পাঁচজন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। তাঁদের মধ্যে ৩ জন কেরলের বাসিন্দা, একজন দিল্লির এবং একজন তেলেঙ্গানার।

করোনাভাইরাসরে আতঙ্কেই এবার প্যারিস ফ্যাশন উইকে যাওয়া বাতিল করলেন দীপিকা পাড়ুকোন

মুম্বই, ৩ মার্চ (হি. স.) : করোনাভাইরাসরে আতঙ্কেই এবার প্যারিস ফ্যাশন উইকে যাওয়া বাতিল করলেন দীপিকা পাড়ুকোন। এ বছর বিশ্বের অন্যতম সেরা এই ফ্যাশন শোয়ে যাচ্ছেন না তিনি।

প্যারিস ফ্যাশন উইকে যাওয়া যে কোনও ফ্যাশনিস্তা বা অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে সম্মান ও গর্বের ব্যাপার। তাই এখানে আমন্ত্রণ হলে সচরাচর বাতিল করেন না কেউ। আর করবেনই বা কেন? বেছে বেছে সেলিব্রিটিদের নিমন্ত্রণপত্র পাঠায় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এই সুযোগ কার্যত বাধ্য হয়ে হাতছাড়া করতে হল দীপিকাকে। করোনার আতঙ্কেই প্যারিস সফর বাতিল করলেন অভিনেত্রী। যদিও নিমন্ত্রণপত্র এসেছে বেশ কিছুদিন আগেই। তখনও ফ্রান্সে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার কোনও খবর ছিল না। ফলে প্যারিস ফ্যাশন উইক অনুষ্ঠানে রেড কার্পেটে হাঁটার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছিলেন দীপিকা। কিন্তু যখন তিনি খবর পেলেন প্রাণঘাতী করোনা থাবা বসিয়েছে ফ্রান্সে, তখনই তিনি সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। দীপিকা পাড়ুকোনের জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে এখবর জানানো হয়েছে।

কবিতার মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা সিব্বলের

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.) : দিল্লির সাম্প্রতিক হিংসায় গভীরভাবে মর্মাহত বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। ৪৭ জনের মৃত্যু ও ২০০-র বেশি মানুষের আহত হওয়ার ঘটনা নাড়া দিয়ে গিয়েছে এই দুঁদে আইনজীবীকে। তাই রাজধানীবাসীকে সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান করে কবিতা লিখলেন তিনি।

মঙ্গলবার সকালে নিজের লেখা কবিতাটি ট্যুইটারে পোস্ট করেন কপিল সিব্বল। সেই কবিতায় সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে তিনি লিখেছেন, গুলি চালালে যাবে প্রাণ, তাই রক্ত দিয়ে বন্ধ করো হোলি খেলা। অন্ধ হত্যাকারী ঘৃণা বীজ বপণ করে চলে। দেশকে বদনাম করা বন্ধ করো। পাত্তা দিও না হিংসার আহ্বানে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, নিজের এই কবিতার মাধ্যমে বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা বলতে চেয়েছেন যে ঘৃণা যারা সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। হত্যাকারীর কোনও জাতধর্ম হয় না। সে মনের দিক থেকে অন্ধ হয়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি দোল উৎসবের। তাই এখন ব্যস্ততা দেখা দিয়েছে রং ব্যাপারীদের। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যে পালা বদলের দুই বছর পূর্তি রাজ্যবাসীর মঙ্গল প্রার্থনা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। আজ ৩ মার্চ ত্রিপুরায় ক্ষমতার পালা বদলের দ্বিতীয় বছর পূর্তি। তাই, মঙ্গলবার দিনের শুরুতেই মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদ নিয়ে ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল কামনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজকের দিনটি বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি মুক্তি দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২০১৮ সালে এমনি এক সূর্যোদয় দীর্ঘ ২৫ বছরের অন্ধকার যুগের অবসান করবে, তা হয়ত অনেকেই ভাবেননি। কিন্তু বেলা যত গড়িয়েছিল, দিনের আলোর মত সব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ত্রিপুরায় প্রথমবার বিজেপি-আইপিএফটি জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বামফ্রন্টকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেছিল। ৩ মার্চ, এই তারিখটি তাই ত্রিপুরার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আজ ত্রিপুরায় ক্ষমতার পালা বদলের ২ বছর পূর্তি। তাই, দিনের শুরুতেই মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদ নিয়ে ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল কামনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজকের দিনটি বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি মুক্তি দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় লেখেন, ২০১৮ সালে আজকের দিনেই ২৫ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি রাজ্যবাসীর দেওয়া ঐতিহাসিক জনাদেশ প্রকাশিত হয়েছে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। তিনি আরও লেখেন, আমার বিশ্বাস বহুকাঙ্খিত, সমৃদ্ধ ও স্বাবলম্বী রাজ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা সম্মিলিতভাবে সফল হবই। মুখ্যমন্ত্রী সকল ত্রিপুরাবাসীকে এদিক আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সস্ত্রীক উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে পূজা দিয়েছেন। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, আজ সকল ত্রিপুরাবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে প্রার্থনা করেছি। আজ এক বিশেষ দিন, যখন দুই বছর আগে বিজেপি বিপুল জনাদেশ পেয়েছিল। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ও ছিলেন।এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকও সকল ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক ফেইসবুক বার্তায় বলেন, যাঁদের আশীর্বাদে ২০১৮ সালে আজকের দিনেই ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টি-আইপিএফটি জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল, সকল কার্যকরতা এবং আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, এই সরকার ত্রিপুরাবাসীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ঊনকোটি জেলায় চাকরী মেলা ৬ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩ মার্চ ।। ঊনকোটি জেলা কর্ম বিনিয়োগ দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ৬ মার্চ বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা বলেন ঊনকোটি জেলা সহকারি কর্ম বিনিয়োগ আধিকারিক পিংকু দাস। এখন পর্যন্ত তিনটি সংস্থা কর্মসংস্থানের জন্য ৬ মার্চ উপস্থিতির কথা নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে দেশের তথা রাজ্যে স্বরোজগার এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

এদিন একজন প্রশিক্ষক থাকবেন যিনি বায়োফ্লক এর মাধ্যমে কিভাবে মৎস্য চাষ করে স্বনির্ভর হওয়া যায় সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যেন স্বরোজগার হতে পারে সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত করবে। দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলার সমস্ত বেকার যুবক-যুবতীদের ৬ মার্চ সকাল দশটায় জেলা কর্ম বিনিয়োগ দপ্তরের কার্যালয়ে চাকরি মেলায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নেওয়ার আবেদন জানান।

উদয়পুরে দুর্ঘটনায় আহত বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মাতাবাড়িতে পুজো দিয়ে ফেরার পথে মাতাবড়ি ব্লক সংলগ্ন বাসিন্দা বিজেপির গোমতী জেলা নারী নেত্রী পথ দুর্ঘটনায় আহত রূপা শীলের বাড়িতে যান। তার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিধায়ক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আহত রূপা শীলের চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজ খবর রেখে চলেছেন। সরকারী সাহায্যের বাইরেও মুখ্যমন্ত্রী দলীয় নেত্রীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে দিল্লির পরিবেশ, দাবি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.) : ক্রমশ স্বাভাবি হচ্ছে উত্তরপূর্ব দিল্লি। ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট প্রশাসন বলে জানিয়েছেন দিল্লি পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার অলোক কুমার।

মঙ্গলবার অলোক কুমার জানিয়েছেন, যেসব এলাকায় হিংসায় সব থেকে বেশি হয়েছিল সেখানে ট্রাফিক প্রায় স্বাভাবিক ভাবে চলছে। দোকানপাট খোলা রয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে যেখানে বোর্ড পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৯৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে এসেছে। এর থেকে প্রমাণিত পরীক্ষার্থীদের মনে ভয় দূর হয়ে গিয়েছে।

অলোক কুমার আরও জানিয়েছেন, দিল্লির হিংসায় এখনও পর্যন্ত ৪০০-র বেশি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৭জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাকিদের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আটক করে রাখা হয়েছে। সমাজে সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিটি এলাকায় শান্তি কমিটি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। সোমবার গোকূলপুরের হিন্দুরা মসজিদ পরিষ্কার করে দিয়েছে। দুই সম্প্রদায়ই শান্তির পরিবেশ তৈরি বজায় রাখার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তুলতে

বিধায়কের মাতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ ।। বিজেপি বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার মা মধুরানী জমাতিয়া প্রয়াত হয়েছেন। আজ সকাল ৬.৩০মিনিট নাগাদ আঠারভুলা গ্রামে নিজ বাড়িতেই তিনি প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ১ কন্যা সহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। প্রয়াতা মধুরানী জমাতিয়া সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন।

বিধায়কের মাতৃবিয়োগের খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিং রায় তাঁর বাড়িতে ছুটে গেছেন। বিধায়কের মায়ের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

দীর্ঘ লুকোচুরি শেষ, উত্তর প্রদেশে গ্রেফতার দিল্লির বন্দুকবাজ শাহরুখ

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ ৮ দিনের লুকোচুরি শেষ। উত্তর প্রদেশে দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়ল দিল্লির কুখ্যাত বন্দুকবাজ শাহরুখ। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনার সময় পরণে লাল টি-শার্ট শাহরুখকে গুলি চালাতে দেখা গিয়েছিল। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল শাহরুখ। ওই দিন থেকেই গা ঢাকা দিয়েছিল শাহরুখ। অবশেষে মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশ থেকে শাহরুখকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা।

দিল্লি পুলিশ সূত্রের খবর, উত্তর প্রদেশের বরেলি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বন্দুকবাজ শাহরুখকে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনার সময় বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল সে।

ইতালি, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান নাগরিকদের জন্য ভিসা বাতিল করল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত রোধে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। ইতালি, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান নাগরিকদের জন্য ভারতে আসার ভিসা বাতিল করে দিল প্রশাসন। মঙ্গলবার এক নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ৩ মার্চের আগে ও পরে যে সকল ভিসা এবং ই-ভিসা দেওয়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল করে দেওয়া হল। উল্লেখ করা যেতে পারে ফেব্রুয়ারিতে একই ভাবে চিনের নাগরিকদের জন্য ভারতে আসার ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। যদি এই নির্দেশিকা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে কূটনৈতিক আধিকারিক, রাষ্ট্রসঙ্ঘের আধিকারিক সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের আধিকারিকদের। পাশাপাশি ওসিআই কার্ড হোল্ডারদেরও এর থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। যদিও বিদেশ থেকে আসা প্রতিটি যাত্রীর স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক। এমনকি তাদের স্লেফ ডিক্লারেশন ফর্ম ফিলআপ করতে হয়। সেখানে তাদের যাবতীয় বিষয় জানাতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, ইতালি, হংকং, মেকাও, ভিয়েতনাম, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান থেকে আসা সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যম দিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি ভারতীয় নাগরিকদের ইরান, চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি যাওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পুঞ্চে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানি সেনার প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ৩ মার্চ (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মানকোট এবং মেন্ধর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ভোররাত ৩.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণ। শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাঘাতের পর সকাল পাঁচটা নাগাদ গুলি-হামলা থেমে যায়। এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার মানকোট ও মেন্ধর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনী। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

করোনাভাইরাস আতঙ্কে পরীক্ষা বন্ধ নয়ডার বেসরকারি স্কুলে

নয়ডা, ৩ মার্চ (হি. স.) : করোনাভাইরাস আতঙ্কে পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেল নয়ডার এক বেসরকারি স্কুলে। ওই হাইস্কুলের এক পড়ুয়ার বাবার শরীরে মিলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। পূর্ব দিল্লির বাসিন্দা ৪৫ বছরের ওই ব্যক্তিই দিল্লির প্রথম করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তি। এখনও পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ৮৮,০০০ মানুষেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত করোনাভাইরাসে। মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩,০০০।

জানাষ গিয়েছে, দিল্লির বাসিন্দা ওই করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির দুই সন্তানই নয়ডার স্কুলটিতে পড়ে। তারা এই সপ্তাহান্তে এক জন্মদিনের পার্টিতে পাঁচজন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে। এরপরই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্কুল চত্বরে। স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে স্কুল চত্বর পরিষ্কার করা হয়।

জানা গিয়েছে, ওই পাঁচজনকেই কোয়ারান্টাইন করে রাখা হয়েছে এবং তাদের পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ২০ মিনিট ধরে স্কুল পরিষ্কার করার পর তারপর পড়ুয়াদের ওখানে ঢুকতে দেওয়া হয়। নয়ডার স্কুলটি বন্ধ করে না দেওয়া হলেও অনেক পড়ুয়াকেই তাদের বাবা-মা স্কুলে পাঠায়নি। সেই কারণে সপ্তম ও অন্যান্য শ্রেণিতে যে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল তা স্থগিত করে দেওয়া হয়। অভিভাবকদের পাঠানো এক বার্তায় স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, "বোর্ডের পরীক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই হবে। সপ্তম থেকে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা স্কুলে আসতে পারে অতিরিক্ত ক্লাস করতে চাইলে। ষষ্ঠ শ্রেণি ও আইজিসিএসই ক্লাস বন্ধ থাকবে।'

প্রসঙ্গত, করোনা আক্রান্ত ওই ব্যক্তি ইতালিতে গিয়েছিলেন। সোমবার স্বাস্থ্য মন্ত্রক একথা জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, ইতালিতে করোনা ভাইরাসের থাবা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু ওই ব্যক্তিকে বিমানবন্দরে কোনও পরীক্ষা করা হয়নি। কেননা, তিনি অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে দেশে ফিরেছিলেন। সেখানে করোনার আতঙ্ক তেমন নেই বলে তাঁকে আর পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

নিম্নমুখী শেয়ার বাজার

মুম্বাই, ৩ মার্চ (হি. স.) : ফের নিম্নমুখী শেয়ার বাজার। মঙ্গলবার দিনের শুরুতে প্রায় ৫০০ পয়েন্ট চড়লেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নমুখী সেনসেক্স। একইভাবে শুরুতে উঠলেও ফের পড়ল নিফটিও।

দিনের শুরুতেই মেটাল ও ফারমার স্টক ভাল ফল করায় অনেকটাই উঠে যায় সেনসেক্সের সূচক। বাড়ে নিফটিও। বাজার খুলতেই সেনসেক্স-এর সূচক ৫০৬ পয়েন্ট অর্থাত ১.৩৩ চড়ে ৩৮ হাজার ৬৫০-য় পৌঁছয়। ১৪৬ পয়েন্ট অর্থাত ১.৩১ চড়ে নিফটির সূচক পৌঁছায় ১১ হাজার২৭৯-এ। তবে বেলা বাড়তেই শুরু হয়েছে বিপত্তি। লগ্নিকারীরা শেয়ার বিক্রি করে মূলধন তুলে নেওয়ার ফলে ১২ টা নাগাদ সেনসেক্স দাঁড়িয়েছে ৩৮ হাজার ২১৫ পয়েন্ট। একইভাবে নিফটি নেমে দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ১৭৭-এ।

সেনসেক্সে এদিন কিছুটা লাভের মুখ দেখেছে সান ফারমা, টাটা স্টিল, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এইচসিএল টেক ও ভারতীয় এয়ারটেল। তাদের শেয়ার প্রায় ৫.৫০ শতাংশ বেড়েছে। আর এনসিই-র ক্ষেত্রে সবাই লাভবান হয়েছে। তবে ৩.৩৫-এরও বেশি লাভ হয়েছে নিফটি মেটাল ও ফারমার। তবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে টাইটান, আইটিসি, এইচডিএফসি-র শেয়ার।

মন্ত্রীর মোবাইল ছিনিয়ে চম্পট দুষ্কৃতীরা

পুদুচেরি, ৩ মার্চ (হি.স.): সাতসকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন পুদুচেরির স্বাস্থ্যমন্ত্রী কমলাকান্নন। পুদুচেরির সৈকত রোড থেকে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় মন্ত্রীর পিছনে বাইক নিয়ে আসে দুষ্কৃতীরা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুষ্কৃতীরা ছিনিয়ে নেয় মন্ত্রীর হাতে থাকা মোবাইল ফোন। এরপরই দ্রুত গতিতে পালিয়ে যায় বাইকটি। দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করেও নাগাল পাননি মন্ত্রী।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।